দেলারামের পুঁথি।

দেলারামের কেচ্ছা যেবা করিল তৈয়ার। মুন্সি গরিবউল্লা নাম জানিবা তাহার ॥ ঢাকায় নিবাস তাঁর রহমদ্গঞ্জে ঘর। মুন্সি কুদ্রুতুল্লা নাম ওস্তাদ শুন তার ॥ তাঁহান ওস্তাদ মৌলবীমহম্মদয়ালি। খেলফৎদিল মৌলবী বেলাতালি ॥ তাহার ভাতিজা মুন্সি নিয়া-মতউল্লা ছিল। তাহা গো মদদে এহি কেচ্ছা ছাপা হইল ॥ আমার এই পুস্তক ছাপিল যেই জন। বেণীমাধ নাম তাঁর হিন্দুরনন্দন ॥ কামের চালাক সেই বড় ভাগ্যবান। আহিরী টোলায় ছাপাখানা নিবাসী তাঁহার ॥

কলিকাতা।
আহিরীটোলার লেনের ১০ নম্বর বাটী।

শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব দের
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
শকাব্দাঃ ১৭৭৮ সন১২৬৩ সাল।

সূচিপত্র।

হামদো খোদা নাত রছুল ১

কেচ্ছা সুরু হইবার বয়ান ৩

দেলারাম পয়দা হইবার বয়ান ৫

হালওাইর যাদুর কুণ্ডা তৈয়ার করিবার বয়ান ৭

জামাল স্বপ্ন দেখিবার বয়ান ৮

উজিরের দোকান তৈয়ার করিবার বয়ান ও দোসরা ...
দেলারাকে দেখায় ১২

ছুরত দেখিয়া বেহুস হইবার বয়ান ১৪

জামাল উজিরের পরে গোস্বা করিবার বয়ান ১৫

উজির বাদশাকে বুঝায় .... ঐ

আমিন বাদশা উজিরকে হুকুম দিয়া দেলারামের
দোকানে ভেজে ১৭

কুণ্ডায় মাল ঢালিবার বয়ান ১৯

জামাল বাদশার কাষ্ঠ বেচিবার বয়ান ২০

বাদশাজাদি মেহেরবান হইবার বয়ান ২৫

দেলারামের খেদোক্তি ৩১

শাহাজাদি দেলারামের নিকট সন্ধান পাইয়া ...
কুণ্ডা ভরিবার বয়ান ৩২

দেলারামের সাদি ও সাজ পিন্দিবার বয়ান ... ৩৪

বাদশা সাদি করিয়া বহিনের নিকট যায় ৩৭

জামালের শাহাজাদির নিকটে বিদায় প্রার্থনা .....
ও বিদায় হইবার বয়ান ৪০

জাহাজ ডুবিবার বয়ান ৪২
দেলারাম ও জামালের খেদ .... ঐ
দেলারামকে জৌহরি লিয়া যাইবার বয়ান ৪৬
দেলারামের চোরের সঙ্গে পাইবার বয়ান ৪৮
দাগাদিয়া গেল দেলারাম তাহার বয়ান ৪৯
জামালের নিদ্রা ভঙ্গ হইবার বয়ান ৫০
জামাল রাহাদার হইবার বয়ান ৫৫
বাদশা বেটা বহু পাইবার বয়ান ৫৭
দেলারাম শাশুড়িকে আপন দুঃখ শুনাইবার বয়ান ৫৮
কেচ্ছা আখের হইবার বয়ান ৬০
সূচিপত্র সমাপ্ত ৬৩

বিছমিল্লা হেররহমা নেরহিম।

দেলআরামের পুঁথি।

কাদির করিম আল্লা রহমান রহিম। আলমেরে পালনেওালা হক্কেরহাকিম।। যাহার উপরে সেহি হয় মেহেরবান। পলকের বিচে তারে করেন আসান।। এ সাহি জোব্বার সেহি খালেক মালিক। নেক কামে রাজি সেহি বদি কামে দিক।। তাহার তারিফ করে এসা কেবা আছে। বড়ই আজিম সেহি হুজাহান বিচে।। আপনার নুর দিয়া সেহি হকতালা। পয়দা করেন দোস্ত এক নামে রসুলল্লা।। রসুলের নুর দিয়া তামাম জাহান। চৌদ্দ ভুবন আর জমিন আসমান।। তাহার তারিফ আমি কি কব বিশেষ। কেয়ামত তক কৈলে না হইবে শেষ।। দৰ্দ্দ সালাম আমার রসুলেরপরে। যে করিবে সফায়েত ওম্মতের তরে।। তাহার আওলাদ আর আসাব তামাম। সবাকে দৰ্দ্দ মেরা সবাকে সালাম।। মা বাপ ওস্তাদ পির মুরব্বি তামাম। সবাকে আদাব মেরা সবাকে সালাম।। অধীন গরিব কহে ভাবিয়া খোদায়। শুনহ গাফেল লোক কহি যে সবায়।। আল্লার বন্দেগি

কর রহিয়া দুনিয়ায়। রসুলের তাবেদারি করহ সবায়॥ নেয়ামত করিলো পয়দা এলাহি আলমিন। খাইয়া সুকুর কর যতেক মমিন॥ বান্দাকে খাইতে যে সাদিলো নেয়ামত। তার সাতে তেসাহি রাখিবে মহব্বত॥ না ভুলিবে বান্দা সব তাহার খাতির। হামেসা তাহার নামে করিবে জিকির॥ যে যেমন খাইবে চিজ দুনিয়ার পরে। তেমনি তার হিসাব লবে পরওার দেগারে॥ যে যেমন দুনিয়ার বিচে খাইবেক মজা। সুকুর না করিলে তার তেসা হবে সাজা॥ কেতাবেতে কহে বাত গরিব নাচার। তজবিজ করিয়া দেখ মনে আপনার॥ ঘাস দুর্ব্বা গরু বকরিতে দুনিয়াতে খায়। উল্‌টা করে খান দেখ তার ছিলা যায়॥ তা সবারে খায় যেবা দুনিওার পরে। সুকুর নাহি করিলে কেসা সাজা হবে তারে॥ আল্লাতালা জানে তার কেসা হবে হাল। না জানি কি মতে তার ছিলা যাবে খাল॥ আপনার নফ্‌স বান্দা মারো দুনিয়ায়। যদি চাহো সুকুর তার করিতে আদায়॥ যদি ভাই তাবেদারি নফছেরে করিবে। লালচে পড়িয়া তবে সে সে মারা যাবে॥ লালচ নফছেরে কভু না দিও দখল। দখল দিলে কেসা সাজা শুন তার ফল॥ বড় নেক বক্ত এক আছিল দরবেশ। নফ্‌ছে তার করিতেক তর-

বুজ খাহেস ॥ তরবুজ খাইতে তার চাহিতেক দেল। দর-
বেশ ভাবিলো বড় হইলো মোস্কেল ॥ আপনা দি-
লেরে তরে দরবেশ কহিল। এমন লালচ করা কভু
নহে ভালো ॥ থাকো তুমি সবুরি করিয়া আপনাকে।
কি দিবে জওাব তুমি খাইয়া তাহাকে ॥ এহি মতে
বুঝাইলো আপন দেলেরে। রাত্র দিন রহে মর্দ্দ আ-
ল্লার জিকিরে ॥ এক দিন সেহি মর্দ্দ রাহা দিয়া যায়।
তরবুজের ছিল্কা এক দেখিবারে পায় ॥ আপনা দে-
লেরে তখন কহেন দরবেশ। এহি ছিল্কা খাও যদি
থাকয়ে খাহেস ॥ এতেক কহিয়া ছিল্কা হাতে লইয়া
খাইতে। খেতের খেতেরা তাহা পাইলো দেখিতে ॥
খেতেরা বলে ঐ লোক দেখি তরবুজ মোর খায়।
গোস্বায় জ্বলিয়া হাতে লাঠি লিয়া যায় ॥ উঠাইয়া
মারে লাঠি দরবেশ উপরে। মার খাইয়া দরবেশ
কহে আপন নফছেরে ॥ ছিলকা খাইতে এহি হাল হ-
ইলো দুনিঞা পরে। ফল খাইলে না জানি কি হ-
ইতো হাসরে ॥ এই মত বুঝায় দরবেশ দেলেরে আ-
পনি। পেয়ারা আল্লার কিসে হয় নাহি জানি ॥ এ-
মত কহিয়া চোলে গেলেন দরবেশ। নফছের তাবেদারি
বান্দা না করো খাহেশ ॥ অধম গরিব কহে শুন বন্ধু-
গণ। সভার চরণে এক করি নিবেদন ॥ হিন্দি কেতা-

বেতে ছিলো কেচ্ছা দেলারাম। তাহাতে লিখিয়া ছিলো এই মত কালাম।। হিন্দুস্থান দেশে এক আছিলো হালওাই। শুন তার কথা কিছু বাঙ্গলায় লেখে যাই।। বড় ধুম ধামের তার আছিলো দোকান। বড় নামদার মর্দ্দ বড় ছিলো সান।। হর রকমের মিঠাই ছিলো ভরপুর। জিলাবি পানতুয়া খাজা সন্দেশ মতিচুর।। সাজাইয়া রাখিতেক থালায় খঞ্চায়। দিন রাত বিক্রি হইতো আল্লার দোয়ায়।। বড় বড় সওদাগর রাহাদিয়া যাইতে। লইতো কিনিয়া মিঠাই তাহারা খাইতে।। খাইয়া তারিফ তারা করিতো হাজার। টাকা কড়ি দিয়া তারে করিল মালদার।। সেহি কড়ি দিয়া মর্দ্দ বানায় মকান। চৌকি পালঙ্ক কুরসি কোচ গোলাব আতরদান।। গেরদা ছাপরখাট আর জরির বিছানা। এহি মতে দোকানের করিলো সামানা।। যত খরিদার আইসে বৈসে সেহি ঠাঁই। আনন্দে সকলে বসি খায়েন মিঠাই।। সব বাতে পুরা আল্লা দিয়াছিলো তারে। এক বাতে গম ছিলো অন্তর ভিতরে।। পুত্র কন্যা নাহি ছিলো ঘরেতে তাহার। এজন্যে হালওাইর মনে আছিলো আজার।। আমি বাদে কেহু আর নাহিক আমার। আমার মালের কেবা হইবে মোক্তার।। এহি বাতে রাত্র দিন ঝুরে

তার আঁখি। পুষিবার কারণে এক লিলো তোতা পাখি ॥ সেহি তোতা পক্ষির তরে রাত্র দিন পড়ায়। কোন রূপে আপনার মনকে বুঝায় ॥ দিবা রাত্র দোয়া মাঙ্গে খোদার দরগায়। আল্লা তালা কর জন্দ এক বাক্সহো আমায় ॥ এহি মতে কত দিন গুজরিয়া যায়। দেখ এক তামাসা পয়দা করেন খোদায় ॥ একরাত হালওাইনি গিয়া সুইলেক খাটে। আইলো হালওাই মর্দ্দ তাহার নিকটে ॥ খুসি হৈয়া দুই জনে হৈলো মেলামেল। খোদার হুকুমে সেদিন রহিলো হামেল ॥ দশ মাস দশ দিন হইলো যখন। শুভক্ষণে কন্যা এক হইলো পতন ॥ বেটী এক পয়দা হৈলো ঘরেতে তাহার। হালওাই সুকুর ভেজে দরগাতে আল্লার ॥ দশ মাস জননীর যত ছিলো দুঃখ। খোসাল হইলো দেখে কন্যার চান্দ মুখ ॥ হাওলাই বেটীকে দেখে খুসি বাগে বাগ। জোলমাতের বিচে জেসা জ্বলিল চেরাগ ॥ এমন সুরত পয়দা করিলো খোদায়। হুরপরি বিদ্যাধরী পলায় লজ্জায় ॥ ঘরের চেরাগ হৈলো নয়ানের তারা। পুর্ণিমার চন্দ্র যেন সকলের পেয়ারা ॥ শুনিয়া নগরের লোক খুসি হৈলো বাড়া। বাপের পেয়ারি হৈলো মায়ের দোলড়া ॥ দিনে দিনে বাড়ে রূপ সে বিবির গায় ॥ অন্ধকার রাত্রে যেন

চান্দের উদয়॥ এমন সুরত আল্লা দিয়াছিলো তারে। সামনে আসিলে তার পরি ঝক মারে॥ ছট্টি ছিল্লা চাল্লিষ দিনের হইলো তামাম। রাখিলো বেটীর নাম বোলে দেল আরাম॥ যখনেতে পায় পায় ফিরে সেই বিবি। কত লোক লিলো দেখে সুরতের খুবি॥ দেখিতে বিবির রূপ কত সওদাগর॥ আসরুপি লইয়া যায় দোকান উপর॥ আসরুপিতে সকলেতে মিঠাই কিনে খায়। দেলারাম সকলেরে পাণি যে পেলায়॥ যে জন পিলেন সেই দেলারামের জাম। জনে জনে মোহর এক দিলেক এনাম॥ দেখিয়া বিবির বাপ হৈলো বড় খোষ। নসিব খুলিলো তার বাড়িলেক জোষ॥ বেটী হৈতে রওসনি হৈলো আমার দোকান। কত সওদাগর এবে ধরিবে জোগান॥ কি জানি বিবির পরে লাগাইয়া আঁখি। পাছে যদি নিয়া যায় দিয়া কোন ফাঁকি॥ তবেত কলেজায় মোর লাগিবেক তির। এই বেলা করি আমি তাহার ফিকির॥ এতেক ভাবিয়া এক কুয়া খোদাইয়া। দেলারামের মাথার এক চুল উখাড়িয়া॥ তোতাকে খাওাইয়া দিলো তাবিজে ভরিয়া। খাইয়া সে তোতা পাখি গেলেক মরিয়া॥ তাবিজ খাইয়া তোতা যখনে মরিলো। সেই তোতা নিয়া ঐ কুয়াতে ফেলিল॥ জাদু কোরে ফেলে দিলো কুয়ার

ভিতরে। শেষে মর্দ্দ বেটীর সাদির যুক্তি করে॥ হাল ওাই বলে বেটীকে মোর যে করিবে সাদি। আমার করার এক আদায় করে যদি॥ এহি কুঁয়া মাল দিয়া ভরিবে যে জন। তবে জানি দেলারাম তার নসিবের লিখন॥ এহিতো সওয়াল মোর পুরা করে যেই। তবে জানি দেলারামকে সাদি করে সেই॥ গরিব বলে এ কথায় আমাকে আইসে হাঁসি। আসকের গলায় দেখ লাগাইলো ফাঁসি॥ বেটী হৈতে এত মাল পাইলো হাল ওাই। তবু তার দেলের লালচ ছোটে নাই॥ যে লোকেতে যত মাল দুনিয়াতে পায়। তবু সেই ফাঁদ পাতে চিড়িমারের প্রায়॥ এহি লালচ দুনিয়াতে লালচি না ছোটে। মরণ কালে মাল রেখে মরে মাথা কুটে॥ যত সওদাগর আইসে সাদি করিবারে। সকলেতে মাল ঢালে কুণ্ডার ভিতরে॥ কেহ না পারিলো কুণ্ডা ভোরে দিতে তার। আখেরে ফিরিয়া যায় হইয়া নাচার॥ এহি মত কত জন আইসে আর যায়। কত জাহাজ খালি করে তাল নাহি পায়॥ হেকমতের কুঁয়া সেই বানাইলো হালোয়াই। মাল নিয়া এসে সবে খালি ফিরে যায়॥ কত সওদাগর আর কত মহাজন। আখেরে ফিরিয়া গেলো পেয়ে জ্বালাতন॥ এই মতে ফিরে গেলো কত সাহাজাদা। আখেরেতে কার তরে মিলাইবে

খোদা ॥ সেই কথা শুন সবে যত বন্ধুগণ। খেয়াল করিয়া শুন লাগাইয়া মন ॥

ত্রিপদী। শুন সব বন্ধুগণ, লাগাইয়া দেল মন, এক সহরেতে বাদ্‌শা ছিলো। বড় ছিলো মালদার, কি কব তারিফ তার, আদল এনসাফ বড় ছিলো ॥ রাইয়ত আর প্রজাগণে, দিবানিশি সাবধানে, রাখিতেন আরামে সভায়। বেটা এক ছিলো তার, রূপে গুণে চমৎকার, চন্দ্র হৈতে বড় শোভা পায় ॥ নিশিতে পালঙ্ক পরে, শুইয়া নিদ্রার ঘোরে, স্বপনেতে দেখিল এসাই। দেলারাম বিবি এসে, শিরানাতে কহে বৈসে, আপনার দুঃখ আর ভালাই ॥ ধরিয়া সাহার হাত, কহে উঠ প্রাণনাথ, মনসাধ পুরাও আমার। মিটাইলে মনদুঃখ, তিলেকে হইবে সুখ, নতুবা সকলি অন্ধকার ॥ পিও সরবতের জাম, নাম মেরা দেলারাম, ঘর আমার ফলনা মুল্লুকে। হালওাইর বেটী আমি, নিশ্চয় জানিও তুমি, এহি চিহ্ন কহিনু তোমাকে ॥ যদি দেল চাহে তেরা, খবর লইবে মেরা, যাই আমি হইয়া বিদায়। স্বপনে এমন দেখি, উঠিল সাহা চমকি, না পাইয়া করে হায় হায় ॥ স্বপনের কথা ছিলো, আর কিছু না দেখিল, ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন। করে বাদ্‌শা হায়২, গরিবউল্লা বোলে যায়, শেষে করে গান আরম্ভণ ॥

ধূয়া তাল জত রাগিণী বেলোয়ার বসন্ত।

দেলারাম আমার গেলো কোথাকারে। আমি কিমতে পাইবো বিধি তারে॥ তার জন্য ঝুরে মরি, কোথা গেল প্রাণেশ্বরি, এখন বিধি মিলাও তাহারে, ৷ স্বপ-নেতে দেলারাম, পেলাইয়া মুঝে জাম, ফেলে গেল মোরে প্রেমসাগরে॥ ভাসি আমি দরিয়ায়, কোন ঘড়ি জান যায়, হাত ধরে তুলে লও কিনারে। দেলারাম এসেরাত, মোর গায়েতে ফিরায় হাত, উঠ বলে কৈয়ে গেল মোরে। ছিনু যে নিদ্রার ঘোরে, ঘাএল করিয়া মোরে, আমি আঁখি খুলে না দেখি তাহারে॥ কি করিব কোথা যাব, কোথা গিয়ে তোমায় পাব, না পাইলে মরি ঝুরে২। অধম গরিব কহে, এ দুঃখ কি প্রাণে সহে, এক্ষিবাজ মরে এই প্রকারে॥

পয়ার। এহি মতে সাহাজাদা কত গীত গায়। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে উদাসীন প্রায়॥ গড়াগড়ি যায় সাহা জমিন উপরে। কোথায় গেলে প্রাণেশ্বরী ফেলিয়া আমারে॥ বিসম অন্তরে তীর মারিল আমায়। কলিজা সুরাখ মেরা হৈল সেহি ঘায়॥ সেহি দরদে সাহাজাদা করে হায় হায়। আঁখি হৈতে নীর তার বক্ষ বহি যায়॥ উজির নাজির আর বিরবল কোতওাল। সবে কহে হোস সাহা করহে বাহাল॥ কি চিজ দেখিয়া তুমি হৈয়াছ

দেওানা। কোন কথা কহ যার না মিলে ঠিকানা ।। আপনার হোস সাহা করহে বাহাল। স্বপনের কথা যত সকলি খেয়াল ।। বাদ্‌শাজাদা কহে সেহি উজিরের তরে। যে স্বপন দেখেছি আমি বলিবো কাহারে ।। দেলারাম নামে বিবি নাজুক বদন। নিশিকালে এসে মোরে দেখালে স্বপন ।। স্বপনেতে উঠাইয়া বসাইয়া মোরে। সরবতের জাম এক দিল হাত পরে ।। পেলাইয়া মুঝে সেহি গেলো কোথাকারে। হায় হায় কোথা গেলে পাইব তাহারে ।। বিবির সুরত আমি দেখিনু যেমন। দুনিয়া জাহানে আমি না দেখি তেমন ।। হালওাইর বেটী সেহি বিবি দেলারাম। বিদায় হইল মুঝে করিয়া সেলাম। আঁখি খুলে চেয়ে আমি না পাই তাহারে। সেহি বিবি পাগল করিয়া গেল মোরে ।। আনাইয়া দেহ উজির বিবির খবর। না পাইলে নরি গলে লাগায়ে খঞ্জর ।। উজির কহেন শুন ফরজন্দ বাদ্‌শার। এমন মেজাজ কেন হইলো তোমার ।। তুমিতো বাদ্‌শার বেটা সেহিতো হালওাই। ছোট লোকের বেটীর সাতে করিবে আসনাই ।। দুর কর এসা বাত ছাড়ো সে খেয়াল। তাহা হৈতে দিবে আল্লা সুরত জামাল ।। নাহক জওানি কেন করিবে বরবাদ। মাল মাত্তা যাবে তবু না মিটিবে সাদ ।। বাদ্‌শাজাদা কহে শুন উজির আমার। পীরিতি করিতে কেবা জাতি ঢুড়ে কার ।। যে যার নয়ানে

লাগে দেখে হয় ভিন। সেহি তো তাহার পক্ষে হয় যে কুলিন ।। কুলিনের বেটী যদি আনে কেহ ঘরে। দেলমত না হইলে মরে সেহি রাত্র ঝুরে ।। দিন ঘর মধ্যে খটা পটী তার। জিতা জানে দোজখেতে হয় ছারখার ।। ছোট জাতি মনমত পাইলে মানুক। দেখে মুখ যায় দুঃখ হয় বড় সুখ ।। আমার কুলিন তার সুরতের খুবি। হালওাইর বেটী ঐ দেলারাম বিবি ।। একবার যদি আযি তার দেখা পাই। শুনিয়া দুই চারি বাত মনকে বুঝাই ।। বাদ্‌শা জাদাকে পুনঃ বুঝায় উজির। শুন২ সাহাজাদা মন করে স্থির ।। স্বপনেতে কি দেখিয়া কান্দ জারং। তোমাকে দেখিয়া কান্দে মা বাপ তোমার ।। এমন হালেতে তুমি হইয়া খারাব। কলিজা জ্বলিয়া তোমার হইবে কবাব ।। কোথায় পাইব সেহি দেলারাম বিবিরে। ঠিকানা পাইলে এনে পৌঁছাব তোমারে ।। উজির কহেন বাবা শুন সাহাজাদা। হরগেজ এমন তুমি না কর এরাদা ।। তুমি জেসা বাদ্‌শা সাদি কর বাদশাজাদি। আল্লা চাহে হক তোমার মোবারক বাদি ।। বাদশাজাদা কহে বাত শুন হে উজির। দেলারাম মেরে গেছে কলিজাতে তীর ।। সেই যদি এসে মোর হৈয়া কবিবাজ। আমার বিমারের তরে করেন এ লাজ ।। তবেতো হইবে ভালা আমার জানের। নহেতো জানিবে আমার জেন্দেগি আখের ।। তুমি কেন আমারে

বুঝাও বের২। জ্বলন্ত আগুনে মেরা ধূনা দেহ ফের ॥ উজির শুনিল যবে এহি সব বাত। বাদশার হুজুরে গিয়া কহিল নেহাত ॥ শুন২ আলমপানা বাদশা নামদার। না বুঝিলো শাহাজাদা শুনে মেরা বাত ॥ দেলারাম বিবি তার জানের খরিদার। তাহাকে না পাইয়া যান করিবে নেসার ॥ এ কথা শুনিয়া বাদশা হায়২ করে। কহিতে লাগিল সেহি উজিরের তরে ॥ বাদশাই উজির তুমি বড় খোষ মন্দ। খরচ করনা কিছু উজির আনা ফন্দ ॥ উজির কহেন শুন বাদশা আলমপানা। হালওাইর মতন এক করিয়া সামানা ॥ সহরের মধ্যে এক মাঙ্গাও হালওাই। সেই মত তৈয়ার করাও তামাম মিঠাই ॥ সেই মত সাজাইয়া কর ভরপুর। জিলাবি পানতাওা খাজা লাড়ু মতিচুর ॥ সেই মত লাডকি এক করিয়া তৈয়ার। বানাও করহে তায় করিয়া শিঙ্গার ॥ সেই মত পানি পিলাইতে দেহ জাম। রাখ হে বিবির নাম বলে দেলারাম ॥ এই মত সবাকারে করিয়া খবর। ছোট বড় লোক যাক দোকান উপর ॥ এত শুনি আমীন বাদশা উজিরকে কহিল। তৈয়ার করিতে দোকান বাদশা হুকুম দিল ॥ শুনিয়া উজির সব সামান তৈয়ার করে। দোকান সাজাইল সেই সহরের ভিতরে ॥ জামালের স্বপনের কথা যত শুনে ছিল। সেই রূপ উজির সব তৈয়ার করিল ॥ রং বর-

ঙ্গের মিঠাই সব গরম গরম। সাজাইল থালে থালে রকম রকম॥ সুন্দর আনিয়া এক নারীকে সাজায়। দেলারামের মত তাকে দোকানে বসায়॥

লঘু ত্রিপদী। সাজাইয়া নারী, স্বর্গ বিদ্যাধরী, জিনি রূপ হৈল তার। যে দেখে তাহায়, করে হায় হায়, দেখে লোকে চমৎকার॥ শিরে দিল সিঁতি, গলে গজমতী, বাহু মধ্যে বাজুবন্দ। হাতে কাঙ্কণ তার, কোমরেতে চন্দ্র হার; আসক লোকে লাগে ধন্দ॥ দাঁতে মিশি ধারি, পরাইল সাড়ি, টেড়ছি ছাপার কাপড়। তাহার উপরে, কুরতা এক পরে, জোরি পাট্টা ছিল তার॥ এমত সাজাইয়া, বাদশাকে যাইয়া, খবর দিল উজির। গরিব কহিল, হইয়াছে ভাল, এখন কর জাহির॥

পয়ার। এমত সাজন তার অঙ্গেতে করিয়া। বাদশার হুজুরে আরজ করিল যাইয়া। শুনিয়া আমিন বাদশার খুসি হৈল মন। উজিরের তরে হুকুম দিলেন তখন॥ কহ গিয়া উজির তুমি সাহাজাদার তরে। আসিয়াছে দেলারাম তোমার সহরে॥ উজির শুনিয়া শীঘ্র গেলেন তথায়। দেলারামের কথা উজির শুনাইল তায়॥ শুনিয়া সে সাহাজাদার খুসি হৈল মন। মৃতা যেন পুনর্ব্বার পাইল জীবন॥ সাহাজাদা উজি

রেকে কহিল তখনে। আমাকে লইয়া চল তাহার দো-
কানে ॥ এতেক শুনিয়া উজির জামালকে লইয়া।
দেলারামের দোকানেতে পৌঁছিল যাইয়া ॥ সে বি-
বিকে সাহাজাদা দেখিল যখন। ধৈর্য্য না করিতে পারে
আপনার মন ॥ এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহে কতক্ষণ।
অবশেষে ভূমে পড়ে হৈয়ে অচেতন ॥ ইহা দেখি
দেলারাম আসিল দৌড়িয়া। আতর সুঙ্গায় শির জা-
নুতে রাখিয়া ॥ কতক্ষণ পরে শাহা চেতন পাইল।
আঁখি পাসুরিয়া জামাল দেখিতে লাগিল ॥ নিশ্বাস
ছাড়িয়া শাহা কহিলেক তায়। এত দিন মোরে ফেলে
আছিলে কোথায় ॥ প্রেমানলে পুড়ে তোমার পোড়িছি
বেরাম। এখন ঔষদ দিয়া কর দেল আরাম ॥ তুমিত
হাকিম মেরা কর দারু পাণি। তোমার লাগিয়া মোর
দেল পেরেসানি ॥ দেলারাম বিবি কহে শুন হে জা-
মাল। তোমার লাগিয়া আমি ছিলাম বেহাল ॥ বি-
বির কথা শুনে শাহা পাইল আরাম। কহিল পেলাও
মুঝে পাণি এক জাম ॥ হুকুম পাইয়া বিবি চলিল ত্ব-
রায়। জামালের নজর পড়িল তার পায় ॥ দেলা-
রামের পায় এক কালা দাগ ছিল। নিশানের কারণে
শাহা নজর করিল ॥ সেই মত কালা দাগ দেখিতে
না পায়। ভূমিতে পড়িয়া শাহা গড়া গড়ি যায় ॥

জামালকে ধরিয়া তোলে উজির ওমরাও। কেহ দেয় মুখে পাণি কেহ করে বাও॥ অচেতন ছিল শাহা চেতন পাইল। উজিরের তরে পুনঃ কহিতে লাগিল॥ ফেরোব করিয়া মুঝে আনিলে হেথায়। প্রাণের দেলারাম আমার রহিল কোথায়॥

ধুয়া সুরট মল্লার রাগিণী।

ও দেলারাম তুমি গিয়াছ কোথায়,। তোমাকে না দেখে আমার প্রাণ দোহে যায়। দেলারাম মোর প্রাণ, করে গেল পেরেসান, তোমার লাগিয়া আমি উদাসীন প্রায়॥ উজির ফেরেব করে, দেলারাম দেখালে মোরে, তোমার সমান আমি দেখেছিনু তায়। কাল দাগ না দেখে পায়; তাহাতে চিনিনু তায়, ভুলে গিয়াছিনু আমি উজিরের দাগায়॥ বিমারি হৈল পেটের, ঔষধ করে চক্ষের, এমন বিপদে মোরে ফেলিল খোদায়। না পেলে তোমার তরে, আরাম না হবে মোরে, সহিদ হইব তোমার এস্কির করবলায়॥ যদি খোদায় মেলায়, মান্তা করিব আদায়, ফিরাইব নিয়া তোমায় খুসির দরগায়। অধম গরিবে কয়,

ইহার এই উচিত হয়, এ প্রেম হইতে আল্লা
বাঁচাও সবায় ॥

পয়ার। এই রূপে সাহাজাদা করিয়া ক্রন্দন। উজিরের তরে কথা কহিছে তখন॥ শুন শুন উজির তুমি সয়তানের পীর। এখানে নষ্টামি তোমার হইল জাহির॥ এস্কির বেমারে আমি পুড়ে হৈনু ছাই। আমাকে খাওয়াও তুমি তাপের দাওয়াই॥ উজির কহেন তুমি শুন গুণধাম। নিশ্চয় জানিহ এই সেই দেলারাম॥ এতেক কহিয়া উজির জামালকে লইয়া। বাদশার হুজুরে তখন পহুছিলা যাইয়া॥ বাদশার সম্মুখে জামাল করে হায়২। দেলারাম মোরে ছেড়ে রহিল কোথায়॥ এই কথা কহে আর গড়াগড়ি যায়। হইয়া উন্মত্ত প্রায় চারিদিকে চায়॥ যেমন হারালে কেহ অমূল্য রতন। বনে বনে দেশে দেশে করে অন্বেষণ॥ জামালকে তাহার পিতা এমত দেখিয়া। উজিরের প্রতি তবে কন বিবরিয়া॥ শুন হে উজির তুমি শুন সমাচার। কি কারণে লেড়কা মেরা হৈল বেয়াকড়ার॥ উজির কহেন শুন বদশা আলমপানা। যাহার কারণে জামাল হৈয়াছে দেওয়ানা॥ সেই সব কথা কহি আপনার স্থানে। শুনিয়া বিচার যাহা করহ আপনে॥ আমাকে কহিয়া ছিলে যেমত প্রকার। একে একে আমি সব করেছি তাহার॥ সেই মত হালওয়াই সঙ্গে দেলারাম। সেই মত

দেখাইলাম যত সরঞ্জাম ।। দেখাইনু সেই সব আমি শাহা-
জাদারে। দেখিয়া জামাল কিছু পসন্দ না করে ।। পানির
পিপাশা বড় ছিল জামালেরে। এক জাম পাণি পেলাইতে
কৈল তারে ।। কালা এক দাগ ছিল দেলারামের পায়।
সে দাগ না দেখে শাহা করে হায় হায় ।। বলে দেলারাম
এই নহে কোন কালে। বুঝিনু ঘটিল দুঃখ আমার
কপালে ।। এমত কহিয়া শাহা কান্দিতে লাগিল। দেলা-
রাম বলি জামাল উন্মর্ত্ত হইল ।। আউয়াল থাকিয়া আখের
কহিনু তোমায়। এখন হুকুম যে কর রাজি আছি তায় ।।
এতেক শুনিয়া বাদশা কহিল তখন। দেলারামের দোকা-
নেতে লৈয়া যাও এখন ।। হস্তী ঘোড়া মালমার্ত্তা যত সর-
ঞ্জাম। অন্বেষণ কর গিয়া যথা দেলারাম ।। সঙ্গে লৈয়া
যাহ তুমি ফৌউজ সরদার। গলি ঘুঁচি দেখ আর সহর
বাজার ।। যেখানে পাইবে দেলারামের সমাচার। মিলা-
ইয়া দিবে তুমি সঙ্গে শাজাদার ।। উজির শুনিল যখন
বাদশার ফরমান। তৈয়ার করিয়া দিল তামাম সামান ।।
সায়েত করিয়া সবে জামালকে লইয়া। সহর ছাড়িয়া সবে
যায় নেকলিয়া ।। মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা নেকলিয়া যায়।
কোনখানে বিবির ঠিকানা নাহি পায় ।। যারে এই পুছে সেই
বিবির খবর। কেহ না কহিতে পারে কোন দেশে ঘর ।।
এই মতে শাহাজাদা ফিরে দেশে দেশে। হিন্দুস্থান দেশে
উপনীত হৈল শেষে ।। সেই দেশে শাহাজাদা উত্তরিল

গিয়া। যারে দেখে তারে পুছে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ এই মতে শাহাজাদা ফিরে ঘরে ঘর। এক দোকানির কাছে পাইল খবর ॥ দেলারামের সমাচার পাইল যখন। জামা যোড়া এটে গেল ফুলিয়া বদন ॥ মনের খুসিতে শাহা শীঘ্র শীঘ্র যায়। সেই হালওাইর দোকান দেখিবারে পায় ॥ দোকান দেখিয়া ভেজে সোকানা হাজার। মকসদ হাসেল কর পরওয়ার দেগার ॥ তার পর উজিরকে লিয়া আপন সাতে। মিঠাই কিনিতে গেল সেই দোকানেতে ॥ আস-রফি ঢালিয়া দিল দোকান উপরে। বসিল যাইয়া দুজন কুরশির উপরে ॥ শাহাজাদা উজির বসিয়া মিঠাই খায়। হেনকালে দেলারাম আইল তথায় ॥ ছুরত দেখিয়া শাহা কাঁপে থর থর। জিলাবি ঠেকিল তার গলার ভিতর ॥ অজ্ঞান হইয়া শাহা জমিনে পড়িল। দেখিয়া উজির তখন ভাবিতে লাগিল ॥ জামালে ধরিয়া উজির তুলিল তখন। মুখে পানি দিয়া তার করায় চেতন ॥ চেতন পাইয়া শাহা মন করি স্থির। কহিতে লাগিল কিছু হালোয়াইর খাতির ॥ এক জাম পানি আনি পিলাও আমারে। শুনিয়া কহিল সেহ আপন কন্যারে ॥ শুনিয়া বাপের বাণী বিবি দেলারাম। ত্বরিত আনিয়া পাণি দিল এক জাম ॥ পাণি পিয়ে শাহা-জাদা দেল খোসালিতে। এক মোহর নেকালিয়া দিল তার হাতে ॥ ঠাণ্ডা হৈল কলেজা পিইয়া বিবির জাম। বদন ভরিয়া নিল আল্লা নবির নাম ॥ গুণাগার গরিবে কহে

ভাবিয়া এলাই। পয়ার ছাড়িয়া এবে ত্রিপদীতে যাই॥

ত্রিপদী। উজির কহিছে শুন, বাদশাহার নন্দন, এই বুঝি সেই দেলারাম। যার জন্য পেরেসান, আছিল তোমার জান, এবে হৈল তোমার আরাম॥ স্বপনেতে এক জাম, পাণি দিয়ে দেলারাম, উন্মত্ত করেছিল হে তোমায়। এই নাকি সেই বিবি, দেখিতেছ যার খুবি, বিবরিয়া কহিবে আমায়॥ শুনিয়া জামাল ফিরে, কহিতেছে মন্ত্রীবরে, শুন মন্ত্রী আমার বচন॥ এই বিবি দেলারাম, কোরে মুজে বে আরাম, রাত্রিকালে দেখায়ে স্বপন॥ সপন দেখায়ে মোরে, আসিয়া আপন ঘরে, ফেলে মুঝে প্রেমের দরিয়ায়। ভেসে ভেসে দরিয়ায়, কত সাঁতারিয়া তায়, এত দিনে আইনু কিনারায়॥ এই দেলারাম সাত, লাগাও সাদির বাত, শুন হে উজির মেহেরবান। যে কিছু ছওয়াল করে, পুর্ণ কোরে দেহ তারে, যত চাহে মাল আর ধন॥ আল্লা তালা দিল পুরা, কোন মতে কমি মেরা, ঘর তার ভরিব তামাম। দেখে মাল লালচ হবে আপনি সাধিয়া দিবে, হাতে২ সুঁপে দেলারাম॥ উজির কথা শুনিয়া, হালোয়াই নিকটে গিয়া, কহে দেহ কন্যারে তোমার। যত ধন চাহ তুমি, দেলাইয়া দিব আমি, এই কউল আমার বাদশার॥ হালোয়াই এ কথা যবে, শুনিয়া কহিল তবে, আছে মম একই সওয়াল। কুণ্ডা এক আছে ঘরে, যে কেহ ভরিতে পারে, টাকা কড়ি আর দিয়া মাল॥ তবে দেলারামের

সাদি, হয়ে মোবারক বাদি, পুরাইলে আমার করার। যদি না ভরিতে পারে; ফিরিয়া যাউক ঘরে, করুক গিয়া আপন কারবার ॥ উজির শুনিল যবে, কহিতে লাগিল তবে, পুরাইব তোমার সওয়াল। দেখিয়া জামালের হাল, কুণ্ডাতে ঢালিল মাল, না পাইল কুণ্ডার কিছু তাল ॥ যত মাল ছিল তার, সব হৈল ছারখার, তবু নাহি হইলেক কাম। শাহাজাদা কান্দি কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, পাইয়া হারানু দেলারাম ॥ অধীন গরিব বলে, না বুঝিয়া প্রেম কৈলে, পাছে লোকে করে হাহাকার। হায় হায় টাকা কড়ি, শেষে হয়ে দেশান্তরী, অবশেষে প্রাণে মারা যায় ॥ শুনহ মানব যত, প্রীতি কর তার মত, মরিলে পাইবে যার তরে। দুঃখে সুখে পাবে যারে, ঠেকিলে মুস্কিল পরে, ইহা বুঝে চল দুনিয়া পরে ॥

পয়ার। বাদশাজাদা কহে বাত উজিরের তরে। মাল মাত্তা সব গেল কুণ্ডার ভিতরে ॥ এক্ষণেতে কি করিব শুন ওহে ভাই। কেমন করিয়া আমি দেলারামে পাই ॥ উজির কহেন শুন বাদশার তনয়। লালচ ইহার বুঝি সব মিথ্যা হয় ॥ বেগর টাকায় এবে না হইবে কাম। না পাবে মিঠাই খাইতে না পাইবে জাম ॥ না আছে দৌলত সঙ্গে কুণ্ডা ভরিবার। না পাবে বিবিকে তুমি সাদি করিবার ॥ বিবির ছুরতের খেয়াল ছাড়হে জামাল। আপনা ঘরেতে চল হইয়া বাহাল ॥ টাকা কড়ি যত ছিল হারাইনু তারে। এক দানা

নাহিরাখি নস্কর খাতিরে ।। জোর না করিতে পারি বেগানা সহর। নহেত লুটিয়া লিতাম হালোয়াইর ঘর ।। জুলুম করিলে হবেন আল্লাজি বেজার। ইহার সাজাই দিবেন হাসর মাঝার ।। শুন হে জামাল আমি কহি যে তোমারে। পিরিতি ছাড়িয়া এবে চল যাই ঘরে ।। পিরিতির নদী মধ্যে বড় আছে ধার। সাঁতারিয়া না পাইবে তাহার কিনার ।। তুমি যদি জাহানেতে থাক সেলামত। বহুত পাইবে তুমি সুন্দর আওরত ।। বাদশাজাদা কহে বাত উজিরের তরে। বিবিকে করিব সাদি কি মত প্রকারে ।। দেলারাম বিবি আমার পরাণের পরাণ। না পাইলে তার নামে হইব কোরবান ।। তোমরা চলিয়া যাও আপন মুল্লুক। নাহক বুঝাহ মোরে করিয়া সুলুক ।। সেলাম কহিও আমার মা বাপের ঠাঞি। আশীর্ব্বাদ কর যেন দেলারাম পাই ।। এতেক কহিয়া শাহা করিল বিদায়। নাচারেতে উজির আপনা দেশে যায় ।। এখানেতে শাহাজাদা ভাবেন এলাই। যত অর্থ ছিল তার কিছু মাত্র নাই ।। যদিস্মাৎ পাইতাম বিবি দেলারাম। দিদার দেখিতাম আর পিইতাম জাম ।। এইক্ষণে পিন্দনের জামা যোড়া মোর। ইহাকে করিয়া বিক্রী আনিব মোহর ।। বাজারে যাইয়া মর্দ্দ সেইত জামাল। বেচিয়া মোহর আনি হইল খোসাল ।। দোকানেতে যায় পুনঃ যথা দেলারাম। আসরুফিতে মিঠাই খায়ে পিয়ে তার জাম ।। এই মতে বেচে কিনে খাইল তামাম। তথাপি

সে না পাইল বিবি দেলারাম ॥ অবশেষে শাহাজাদা হইয়া নাচার। জঙ্গল ভিতরে যায় কাষ্ঠ কাটিবার ॥ কপালের লেখা যাহা না যায় খণ্ডন। কাষ্ঠ কাটিতে যায় দেখি এক বন ॥ কাঠুরিয়া লোক যত জঙ্গলেতে যায়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শাহাজাদা যায় ॥ যাইয়া পৌঁছিল সবে জঙ্গলের বিচে। বাদশাজাদা তাহাদের গেল পিছে পিছে ॥ সকলেতে কাষ্ঠ কাটে লৈয়া আল্লার নাম। জামাল কাটেন কাষ্ঠ বোলে দেলারাম ॥ কান্দিতে লাগিল শাহা হৈয়া জার জার। এত দুঃখ লেখাছিল কপালে আমার ॥ এইমত আসক বুঝি হইয়া বরবাদ। জঙ্গল কাটিয়া বুঝি করেন আবাদ ॥ নানামত মন মধ্যে করিয়া জামাল। বেকরার হইয়া কটিল থোড়া ডাল ॥ কাটিয়া নিলেক কাষ্ঠ যত কাঠুরিয়া। আপন আপন বোঝা লৈল উঠাইয়া ॥ সকলেতে বোঝা বান্ধি যাইতে চাহে ঘরে। জামাল আপন বোঝা বান্ধিতে না পারে ॥ ভাবিতে লাগিল সেই কাষ্ঠ বোঝা লৈয়া। হায় হায় মোর বোঝা কে দিবে বান্ধিয়া ॥ এ সময় দেলারাম নাহি মোর পাশ। এ বিপদ হৈতে আমায় কে করে খালাশ ॥ এমত মামুকের জন্য নাহক তুমি কান্দ। আপনার বোঝা শাহা উলটিয়া বান্ধ ॥ গরিব বলে ঝুটা মামুক মিছা আবশোষ। কুঙা ভরে দিলে তবে হালোয়াই হবে খোষ ॥ বিপদে পড়িয়া শাহা কান্দে জার জার। আখির আশুতে মুখ ধোয়ে আপনার ॥ দেখিয়া শাহার জারিএক

কাঠুরায়। বান্ধিয়া কাষ্ঠের বোঝা দিল তার মাথার ॥ ধীরে২ যায় শাহা কাষ্ঠ লৈয়া শিরে। জঙ্গল ছাড়িয়াশাহা পৌছিল বাজারে॥ বাজারের ঘরে২ কাষ্ঠ নিয়া ফিরে। দুই পোণ কড়ি নিয়া বিক্রী করে তারে॥ দুই পোণ কড়ি লইয়া দশ গণ্ডা খায়। ডেড় পোণ কড়ি রাখে দেলারামের দায়॥ এই মত রোজ শাহা জঙ্গলেতে যায়। কাটিয়া জঙ্গলের কাষ্ঠ বিক্রী করে তায়॥ পিন্দনেতে শাহাজাদার ছিল কপ্নি ডোর। এত মেহনতে শাহা বান্ধে এক মোহর॥ এক দিন শাহা জামাল সেই মোহর নিয়া। দেলারামের দোকানেতে পৌঁছিল যাইয়া॥ যাইয়া দোকানে শাহা হইল খোসাল। মাত্তার সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল॥ আসরফি ফেলিয়া দিল দোকান উপরে। নানা প্রকার মিঠাই শাহা নিল খাইবারে॥ খোসাল হইয়া শাহা সেই মিঠাই খায়। দেলারাম বিবি তাকে পেয়ালা যোগায়॥ খাইয়া প্রিয়ার জাম বাদশা জামাল। দেলের বিচেতে বড় হইল খোসাল॥ দেলারাম বিবি তাকে জাম পেলাইয়া। অন্দরের ভিতরে শেষে পৌঁছিল যাইয়া॥ যখনে অন্দরে চলে গেল দেলারাম। খুসি ছিল শাহাজাদা হৈল বেয়ারাম॥ দেলে দেলে শাহাজাদা কান্দে জার জার। কি মতে পাইব পুনঃ তাহার দিদার॥ বেগর মোহরে মিঠাই না পাব খাইতে। মোলাকাত না হইবে দেলা-

রামের সাতে॥ টাকা কড়ি জমা করি করিয়া রোজ-
গার। তবেত দেখিতে পাব বিবির দিদার॥ এতেক
বলিয়া শাহা যায় নিকলিয়া। জঙ্গলের বিচে পুনঃ পৌঁ-
ছিল যাইয়া॥ যাইয়া জঙ্গলে যখন পৌঁছিল জামাল।
কুড়ালি লইয়া হাতে কাটে কিছু ডাল॥ বান্ধিয়া র-
সিতে বোঝা নিয়া মাথাপরে। না পায় কুয়ত শাহা
চলে ধীরে ধীরে॥ বোঝা শিরে নিয়া শাহা নিকলিয়া
যায়। মাথার পসিনা তাহা পদ বহি যায়॥ পিন্দনের
লেঙ্গটি গায় কাঁটার আঁচড়। এতেক বিপদ দেখ দু-
নিয়া উপর॥ ঝুটা মাসুকের দায় এতেক বেহাল।
সাচ্চা মাসুকের কেহু না করে খেয়াল॥ দুঃখেতে যা-
হাকে মিলে সেই বড় দোস॥ দুনিদারি দোস্তি পরে
মার হে পাপোষ॥ দুনিয়ার মাসুক দেখ কড়ির পে-
য়ারা। তাহার কারণে কত হয় হোসহারা॥ দিনের
মাসুক দেখ আপে করতার। আপনা খাওান আর
করেন পিয়ার॥ তাহার কারণে যদি করে এত দুঃখ।
বেগর টাকায় দিদার পায় আর হয়ে সুখ॥ অধীন
গরিব কহে ভাবিয়া খোদায়। আপনা আক্কলে লোকে
মাসুককে হারায়॥ তাহার তল্লাস কর যত বন্ধুগণ।
শাহাজাদা বোঝা লিয়া করিল গমন॥ সহরে পৌঁ-
ছিল যখন কাষ্ঠ লৈয়া শিরে। ভ্রমিতে লাগিল শাহা
বাজারে বাজারে॥ একেত বর্ষিল বৃষ্টি করে ঝমা-

ঝম। ভিজিয়া চলিয়া ফেরে দেলে পাইয়া গম ॥ এই মত সারা দিন গোজারিয়া যায়। দেখ এক তামাসা পয়দা করিল খোদায় ॥ সে সহরের বাদশা এক ছিল নামদার। মোরে ছিল বাদশা এক বেটী ছিল তার ॥ সেই বিবি ঐ দিন বালাখানাপর। তামাসা দেখিতে ছিল করিয়া নজর ॥ জামালের উপরে যখন নজর পড়ে তার। দেখিল কাষ্ঠের বোঝা শিরেতে তাহার ॥ শাহাজাদা বোঝা নিয়া উপরে তাকায়। বসিয়াছে শাহাজাদি দেখিবারে পায় ॥ বিবির উপরে যখন দেখিল নজরে। শির হৈতে বোঝা তার পড়ে ভূমি পরে ॥ কান্দিতে লাগিল শাহা করে হায় হায়। তুলিয়া কাষ্ঠের বোঝা কে দিবে আমায় ॥ তবে আমি নিয়া মাথায় ইহাকে বেচিব। দেলারাম বিবির মুখ তবে সে দেখিব ॥ এই কথা কহে আর করে হায় হায়। দেলারামের নাম লৈয়া তুলিল মাথায় ॥ ধীরে ধীরে যায় শাহা বাদশার জামাল। কান্দিতে কান্দিতে আঁখি হৈয়া গেল লাল ॥ দেখিয়া বাদশার বেটী হায় হায় করে। না জানি আসক মর্দ্দ হৈল কার উপরে ॥ মনে মনে শাহাজাদি করিল গণন। অবশ্য হইবে কোন বাদসার নন্দন ॥ আকারেতে চিনা যায় চলে ধীরে ধীরে। এমত সুরত কেন খারাবিতে ফিরে ॥ ইহার দুঃখের কথা শুনি একবার। তবে দেল খাতির

জমা হইবে আমার ।। দারীকে ডাকিয়া বিবি করিল ফরমান। এই যে কাঠুরা যায় বোলাইয়া আন ।। দেলা রাম বলিয়া কান্দিছে জারে জার। বোলাইয়া নিয়া আইস হুজুরে আমার ।। হুকুম পাইয়া দাই চলিল ধাইয়া। শাহাজাদা জামালকে আনে ডাক দিয়া ।। জা মালকে জিজ্ঞাসা করে বিবি নেক নাম। কহত লাকড়ির তোমার কত নিবে দাম ।। শাহাজাদা কহে বিবি শাহা-জাদীর তরে। কিম্মত দুই পোন কড়ি গুণে দেহ মোরে ।। শুনিয়া বাদশার বেটী দিল দুই পোন। ফেলিতে কাষ্ঠের বোঝা কহিল তখন ।। জামাল মাথার বোঝা ভূমিতে ফেলিয়া। গুনিতে লাগিল কড়ি আল্লাকে ভাবিয়া ।। অধীন গরিব কহে ভাবিয়া খোদায় পাক। ভালা কর খোদাবক্স হাক্কাক ।। একিদা ইমানে যদি থাকে জাহা-নেতে। অবশ্য পাঠাবে আল্লা তাহারে ভেস্তেতে ।।

ত্রিপদী। বিবি শাহাজাদা তরে, কহিছে মৃদুরস্বরে, লাকড়ি ফেলিয়া দেও মাথার। শুনি শাহা ফেলি দিল, আপনার কড়ি নিল, যাইতে চাহে ঘরে আপনার ।। শাহাজাদি কহে তারে, যাইতে না পাবে ঘরে, কহ আগে আপনা হাওাল। কি খাতিরে পেরেসান, কর আপনার জান, কহ মোরে সেই সব হাল ।। কি খাতিরে বেচ লা-কড়ি, কার দায় কর চাকরি, কহ মুঝে সেই সব বাত। শাহাজাদা কহে তায়, এ কথা কহিবার নয়, তবে কহি

তোমারে নেহাত।। শুন বিবি মেরা হাল, আমার নাম শাজামাল,ঘর মেরা কলনা সহরে। আমিন বাদশার ছেলে, শুন বিবি এক দেলে, কপাল গুণে এলাম দেশান্তরে।। শাহাজাদী কহে তাই, তুমি মোর হৈলে ভাই, নাম তার আছিল জামাল। হৈলে তুমি ভায়ের মিত, নামে নামে শুচরিত, কহ তুমি আপনা আওহাল।। সাচ্চা কথা কহ তুমি, তাহার তদবির আমি, কোরে দিব আল্লা যদি করে। গরিব কহে শাহার তরে, কহ শাহা একেবারে, মিলাইবে এবে বিধি তোরে।।

ধুয়া নাচারী। হায় গো ভগিনী কি কব তোমায়, সে কথা কহিতে আমার প্রাণ জ্বলে যায়। ছাড়িয়া মা বাপ জমী, যে কারণে আসি আমি,কত শত দুঃখ রাহে ঘটিল আমায়।। দেল আরাম এক বিবি, কি কব তাহার খুবি, স্বপ্ন দেখাইয়ে মোরে হইল বিদায়। সেহি দেলআরাম মোরে, মেরে তীর কলেজা পরে, চাহনির বাণে তার মোর হৃদি ফেটে যায়।। সেহি দরদে ছেড়ে ঘর, হৈনু আমি দেশান্তর; কপালের দোষে এসে পঁহুছিনু হেথায়। টাকা কড়ি ছিল যত, সব হৈল অকারত, সাদির লালচে সব ঢালিলাম কুঙায়।। তবু না ভরিল কুঙা, শুন গো সুজন বুয়া, শেষেতে পোসাক ছিল বেচিলাম তায়।।

উজির নাজির যত ছিল, ভুকে সবে দুঃখ পাইল, দেখিয়া সবার হাল করিলাম বিদায়।। একেলা রহিলাম হেথা, মা বাপ মরেন সেথা, সভাবে কুড়ালি মারি আপনার পায়। ভাবি আমি দিন রাত, কিসে পাব মোলাকাত, রূপ চান্দ নাহি হাতে কে দিবে আমায়।। প্রত্যহ জঙ্গলে যাই, লাকড়ি বেচি আধা খাই, অর্দ্ধেক করি জমা করি দেখিতে তাহায়। জমিলে অনেক কড়ি, মোহর এক বান্ধা করি, সেই মোহর লিয়া যাই দেখিতে তাহায়।। তবে তার দেখা পাই, মিঠাই আর পাণি খাই, ফুরাইলে মোহর আমি করি হায় হায়। এহি কারণ এই হাল, গুজরিল এতকাল, আমি তারে চাহি সেত না চায় আমায়।। লিখিলেক যেই জন, মোল্লা রফিকের ফরজন, রহমদ্দাঙ্গে ঘর তার সহর ঢাকায়।। শুন বন্ধুগণ সার, গরিবউল্লা নাম তার, যে জন পড়িবে দোষ না দিবে তাহায়।। যে প্রকার দেখিয়াছে সেই মত লিখিয়াছে, শুদ্ধ নাহি করে ইহা আপন ইচ্ছায়।।

পয়ার। শাহাজাদা জামাল যখন কহিলেক দুঃখ। শুনিয়া সে বাদশা-জাদির ফেটে যায় বুক।। দাইকে ডাকিয়া বিবি কহে শুন দাই। সেতাবি করিয়া তুমি আন একনাই।।

আমি যদি ভালাই না করি জামালের। রহম দেল নাহি যার মানুষ কিসের ॥ হুকুম পাইয়া দাই চলিল ত্বরিত। আনিলেক গিয়া এক বাদসাই নাপিত ॥ হাজামত করে দিল নাইজি আসিয়া। গোসল করাইল তারে হামামে লইয়া ॥ আপনার কাপড়ে বিবি মুছাইল চুল। লেবাস পরিতে দিল দেখিতে মাকুল ॥ আপনার হাতে বিবি খানা খাওয়াইল। জামালের তরে বিবী দেলেসা করিল ॥ কোন বাতে গম না করিবে তুমি ভাই। দেলারাম বিবিকে পাইবে মেরা ঠাঞি ॥ সবুরি করিয়া থাক মনে আপনার। এখানে বসিয়া তাহার পাইবে দিদার ॥ এই মতে শাহাজাদি দিলেক ভরসা। এ কথা শুনিয়া তার হইল সহসা ॥ দেলারাম বিবি যবে আসিবে হেথায়। কথা দিয়া কথা লৈয়া করিব বিদায় ॥ মতলবের কথা আমি পুছিব তাহারে। কি নিমিত্ত কুঙা কেহ ভরিতে না পারে ॥ যদি মোরে তার ভেদ কহে দেলারাম। তবেতো করিব তোমার সাদির পয়গাম ॥ কথোপকথন করে দুজনে বসিয়া। হেন কালে দেলারাম পঁহুছিল আসিয়া ॥ উজালা হইল ঘর দেখে রূপ তার। অন্ধকার হৈতে উদয় হৈল পুর্ণিমার ॥ শাহাজাদির তবে সেই বিবি দেলারাম। মাথা নোঙাইয়া তারে করিল সেলাম ॥ বসিতে কহিল বিবি দেলারামের তরে। বিরলে যাইয়া বিবি বসিলেক দূরে ॥ দেলারামের কাছে তখন বসে শাহাজাদি। আপন আপন দুই জন কহে নেকি

বদি ॥ এই মতে দুই জন বাতচিত করে। দেলারামের নজর পড়ে জামাল উপরে ॥ দেখে জামালেরে বিবি হয়ে গেল ধন্দ। পিঞ্জরেতে পক্ষ যেন হইলেক বন্ধ ॥ ছট ফট করে বিবি না পায় চইন। ভাবিয়া ভাবিয়া কৈল চেহারা মলিন ॥ যেমত জানোয়ার পড়ে শিকারির শরে। কষ্ট বদ্ধ প্রাণ যায় উড়িতে না পারে ॥ সেই মত দেলারামে চাহনির তীরে। কলিজা ছেদিয়া তার নিকলে বাহিরে ॥ নাহি শরে বাক্য আর হেঁট হৈল শির। মনোদুঃখে দেলারামের চক্ষে বহে নীর ॥ শাহাজাদি কহে শুন দেলারাম বহিন। কি কারণে দেখি তব চেহারা মলিন ॥ নাহি কহ বাতচিত কিসের খাতির। দোন আঁখির পাণি কেন হইল বাহির ॥ কি দেখিয়া এমত হইলে কহ বুওাজান। আল্লা চাহে কোরে দিব তাহার আসান ॥ শাহাজাদির তরে কহে বিবি দেলারাম। দেলের সুব্জ ডুবে হয়ে গেল সাম ॥ এতেক কহিয়া বিবি হইল বিদায়। ভাবিতে চিন্তিতে বিবি পৌঁছিল ডেরায় ॥ ঘরেতে যাইয়া সেই দেলারাম সুন্দরী। আহারাদি ত্যাগ করি থাকে শয্যোপরি ॥ নিদ্রা নাহি যায় বিবি করে হায় হায়। শয্যাতে পড়িয়া কেবল গড়াগড়ি যায় ॥ যে দিকে ফিরয়ে বিবি ছাড়িতে আলিষ। কান্দিয়া ভিজায় বিবি মাথার বালিশ ॥ সারারাত্রি ছট ফট করে বিছানায়। কান্দিয়া কান্দিয়া কেবল রজনী পোহায় ॥ কহিবার কথা নহে কব কার ঠাঞি। কেবা করিবেক মোর

এস্কির দাওয়াই ।। এই বাত কহে বিবি উঠিয়া বিহানে। বন্ধু বিনে বন্ধুর দরদ কেবা জানে ।। বাদশাজাদি আছে যে আমার দোশদার। তাহাকে কহিব গিয়া হাল আপনার ।। দোস্ত বিনে দোস্তের কাম আর কেবা পারে। অন্য লোকে কহিতে সরম হবে মোরে ।। সারাদিন এই রূপে বিবি দেলারাম। না করে আপনা কিছু দোকানের কাম ।। সূর্য্য অস্ত গেল যবে দেখে দেলারাম। দিন গোজরিয়া গেল হৈল নিমাসাম ।। দেলারাম গেল সেই শাহাজাদি পাশ। সেলাম করিল তারে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।। দেলারামের হাত ধরে বসায় বরাবরি। বহুত রকমে তার করে খাতিরদারি ।। শাহাজাদি ফিরায় হাত দেলারামের গায়। কি খাতিরে শ্বাস ছাড় কি হৈল তোমায় ।। খাও পিও খেল হাঁস গাও আর বাজাও। কি জ্বালায় ঠেকিয়াছ আমাকে শুনাও ।। সরম ভরম ছেড়ে বিবি দেলারাম। দোসদার বুঝিয়া খোলে দেলের কালাম ।। অধিন গরিব কহে জানিবা সাবিদ। দেলারাম গায় দেখ পিরিতির গীত ।।

ধুয়া। পীরিতি বিষম জ্বালা, গো দিদি। মোরে মজালে ঐ চিকণ কালা ।। আমি তোমার ঘরে, আসি বারে বারে, কভু না হলেম উতলা ।। বাপ মোর বাদি, নাহি দেয় সাদি, ভেবে শরীর করিলাম কালা ।। ঐ যে তোমার ঘরে, তক্তের উপরে, বসেছিল করিয়া উজ্জ্বলা ।। চাহনির তীর

তার, কলিজা হৈল পার, মারিল পায়ে অবলা ।।
পিরিতির দায়, বুঝি ফকির হৈয়া যায়, গলায়
তুলে দেয় ঝোলা ।। বাদশাজাদির পাশে, দেলা
রাম বসে, কহে খুলে প্রেমের ছালা । কহে বাদ
সাজাদি, তাহাকে পাও যদি, করিও খোদার
মেলা ।। সেই যে আখের, তোমার নসিবের,
হইবে গলার মালা । কহে গরিব উল্লা, ভাব সবে
আল্লা, সবুরি সকলের ভালা ।।

পয়ার । দেলারাম কহিলেক আপনার জ্বালা । প্রে-
মের সিন্দুকের যেন উঠাইল ডালা ।। পুছিলেক দেলারাম
বাদশাজাদি পাশ । কোন বাদশা বসে আছে পিন্দিয়া
লেবাস ।। শাহাজাদি কহে শুন হালোয়াইর বেটী । ভাই
আমার বসে আছে কথা শুন খাঁটি ।। দেলারাম কহে সেই
ভাই হয় তোমার । যাহার চাহনির তীরে কলিজা হৈল
পার ।। হামে হাল আসি আমি তোমার মোকান ।
কখনে না দেখি আমি এই রূপে চান ।। শাহাজাদী
কহে পুনঃ হাসি করি ছন্দ । দেলারাম কহে বুঝি
পুর্ণিমার চন্দ্র ।। বিবি বলে আবরে মিলিয়া ছিল চান্দ ।
সাফাই হইয়া নেকলিল শুন বুয়াজান ।। দেলআরাম
কহে আমার নসিব ছাবিদ । এই চান্দে বুঝি মোরে
করাইবে ইদ ।। বিবি বলে যদি তুমি ইদ করিতে
চাও । তোমার ভেদের কথা আমাকে শুনাও ।। বাপে

বানাইল তোমার তেলেষ মাতের কুঁঙা। কি খাতিরে নাহি ভরে কহ দেখি বুঙা।। পীরিতির লোভে পোড়ে বিবি দেলআরাম। আপনা ভেদের কথা কহেন তামাম।। দেলআরাম কহে যে দিন পয়দা হৈল মোর। মাথার চুল লিয়া ভরে তাবিজ ভিতর। সেই তাবিজ খেলাইল তোতার খাতিরে। খাইয়া সে তোতা পাখি সেই ক্ষণে মরে।। সেই তোতা ফেলে নিয়া কুঙার ভিতর। এ খাতিরে নাহি ভরে ঢালিলে জওহর।। তবে যদি এই কুঙা ভরিতে কেহু চায়। আমার মাথার চুল যদি সেই পায়।। সেই চুল ভিজাইবে দুগ্ধের সঙ্গেতে। সেই চুল নিয়া পুনঃ ফেলিবে কুঙাতে।। তবেত ভরিবে কুঙা হুকুমে এলাই। এই কথা শুনে ছিলাম মাতাজির ঠাই।। গরিব বলে পীরিতির এমন হয় ছন্দ। মনের কথা কহিয়া আপনি হয়ে বন্ধ।। দেলআরামের মুখে যখন শুনে শাহাজাদী। কহিলেক আল্লা দিল মোবারকবাদী।। ছলে বিবি দেলারামের মাথার দেখে জুঁই। দেখিতে দেখিতে চুল উখারিল দুই।। আপনা মতলব বিবি করিলেক হাত। দেলআরাম যাও ঘরে হৈল বহুত রাত।। আপনার ঘরে চলে গেল দেলারাম। শাহাজাদী কহে মোর সাদী হৈল আর কাম।। যেই ক্ষণে দেল আরাম চলে গেল ঘরে। সেই ক্ষণে শাহাজাদি কহে জামালেরে।। শুন হে জামাল ভাই কহি তোমার পাশ। এইক্ষণ কর তোমার

সাদির তালাস ॥ লোক জন লেহ সাতে করিয়া তেয়ার। এই ক্ষণে যাও তুমি সাদি করিবার ॥ দেল আরামের চুল আছে কাছেতে আমার। সেই চুল নিয়া যাও কুঙা ভরিবার। দেল আরামের মাথার চুল লইয়া জামাল। আল্লাকে ভাবিয়া যায় হইয়া খোসাল ॥ লোক জন নিয়া সাতে যায় নেকলিয়া। দেল আরামের দোকানেতে পৌঁছিল যাইয়া ॥ লোক জন কহে সেই বিবি বাপেরে। শাহাজাদা আইল এক সাদি করিবারে ॥ আল্লার হুকুমে সেই কুঙা দিবে ভরে। এখন কিবা মরজি তাহা বলহ আমারে ॥ হালওাই কহেন এই মোবারক বাদি। দেহ ভরে কুঙা দিব দেল আরামের সাদি ॥ এ কথা শুনিয়া সবার খুসি হৈল মন। খুসি হৈয়া কুঙার নিকট গেল জনে জন ॥ আল্লাকে এয়াদ করে আসক জামাল। দুগ্ধে ভিজাইল দেল আরামের মাথার বাল ॥ ফেলিয়া দিলেক সেই কুঙার ভিতর। উথলিল সেই কুঙা ভরিয়া জওহর ॥ সোণা রূপা টাকা কড়ি হিরা মতিলাল। কুঙা ভরে উথলিয়া হৈয়া গেল টাল ॥ সহরের তামাম লোক শুনে এই বাত। আশ্চর্য্য হইয়া সবে দাঁতে কাটে হাত ॥ তামাসা দেখিল সবে হইয়া খোসাল। তার পরে গেল চলে যে খানে জামাল ॥ দেখিয়া মালের তোজ যত তামাসগির। খাইতে লাগিল সবে মনে মনে খির ॥ কত কত বাদ্‌সা আর কত সওদাগর। মাল ঢেলে চলে গেল কুঁয়ার

ভিতর ।। কেহু না পারিল কুঙা ভরে দিতে তার। আখেরে ফিরিয়া গেল হইয়া লাচার ।। বর বক্ত শাহাজাদা তুনিয়ার পরে। থোড়া মালে পেয়ে গেল দেল আরাম বিবিরে ।। সাবাশ নছিব তায় সাবাশ আসক। দেল আরাম বিবি বুঝি ছিল তার হক ।। মুলুকেতে ডঙ্কা বেজে গেল তার নাম। শাহাজাদা জামাল জিতিল দেল আরাম ।। হাল-ওাই কহিল আমার পুরিল করার। করিতে হইল শীঘ্র সাদির কারবার ।। এই মতে লোক জনে কহিতে লাগিল। সপ্তাহের মধ্যে সকল তৈয়ার করিল ।। সেখানেতে শাহা-জাদি সাদির খাতিরে। হুকুম করিল সব লোক জনের তরে ।। হাতি ঘোড়া মাঙ্গাইয়া করহে তেয়ার। বাণ ডঙ্কা আসা সোটা কাতারে কাতার ।। জয়ঢাক রোসনচৌকি ঢোল মিরাসিনগণ। বাই ভকতিয়া আন করিয়া সাজন ।। শুনিয়া সকল লোকে আনিল ত্বরায়। পরেতে বসিয়া সবে জামালকে সাজায় ।। যে সকল দ্রব্য দিয়া সাজাইল তায়। সে সব লিখিতে কেবল কেচ্ছা বেড়ে যায় ।। সাহানা পোসাক দিয়া সাজাইল তারে। সেতাবি করিয়া বসায় ঘোড়ার উপরে ।। রোসনি করিল যত কি কহিব তার। রোসনাইর চমকে হৈল সহর গোলজার ।। বাজা বাজে ধুম ধামে মিসিল চলে যায়। গস্ত ফিরাইবে তারে সদরে বসায় ।। কাসমিরের বাই নাছে ছামনে দুলার। নাচ গান দেখে লাগে লোকে চমৎকার ।। এখানেতে এই

হাল হইতে লাগিল। অন্দরেতে দেল আরামকে সাজাইতে লাগিল॥ গরিব কহে এতকাল হইল ভালাই। মন বাঞ্ছা সিদ্ধি এবে করিল এলাই॥

একাবলী বসন্ত রাগিনী তাল যত।

ফুলল তেল তার শিরে দিল। তার পরে কাঙ্গই করিল। খাহুরি করিয়া বেণী তার। চোটী বন্দ দিল ঝোপাদার॥ কপালেতে টীকা দিল তার। গলে দিল গজমতি হার॥ নাকে নত দোন কাণে বালা। যেমন আছমানে চান্দের উজালা॥ ফের লাল আঙ্গিয়া পিন্দাইল আগে। জেছা কমল কলী খেরে বাগে॥ লেটের কুরতা পিনাইল গায়। গোটা পাঠা চমকি দিয়া তায়॥ ধানি পেসওাজ পরাইল। অঙ্গের রূপ জেয়াদা বাড়িল॥ বাহু মধ্যে দিল বাহু বন্দ। যে দেখে তাহাকে লাগে ধন্দ॥ হাতে পৌঁচি চুড়ি সাহায়ানা। মধ্যে মধ্যে বন্দ তার বাতানা॥ কোমরেতে দিল চন্দ্রহার। পায় কড়া দিল গোল তাড়॥ ফের মিশি দিল তার দাঁতে। মেন্দি লাগাইল পায় হাতে॥ ভুলে গিয়াছিনু এক জেওর। তারে লিখিতে কিবা গরজ॥ সে জেওর পিান্দইবশাহা। যায় কিম্মত হবে বিবাহা॥ সোহাগিন সবে গীত গায়। মিরাসিন সব ঢোল বাজায়॥ সে খানেতে তুলা মাঙ্গাইয়া। দিল তার জুলুয়া পরাইয়া॥ আরসি দেখায় তুই জনে। খুসি হৈল দোঁহে মনে॥ হালওাই এসে করে এহি কাম। বাদশার হাতে সোঁপে দেলআরাম।

জামাল মনেতে পাইল সুখ। ভুলিল আগেকার যত দুঃখ ॥ বেগর দুঃখে সুখ কারো নহে। বেগর ডুবে মতি কেবা পায়॥ গরিব বলে যে যাহারে চায়। তারে আখেরে খোদায় মিলায় ॥

পয়ার। জামাল পাইল যবে বিবি দেল আরাম। উঠিয়া সবার তরে করিল সেলাম ॥ সকলেতে দোয়া করে হইয়া খোসাল। দুজনার পীরিতি আল্লায় রাখুক বাহাল ॥ বিবিকে লইয়া কোলে দিল মহাপায়। বিছমিল্লা পড়িয়া শাহা চড়িল ঘোড়ায় ॥ বাজা বাজে আগে পাছে নেকলিয়া যায়। কেহু চামর করে কেহু গোলাব ছিটায় ॥ নাচ রঙ্গ করে সবে যায় নেকলিয়া। বহিনের বাড়ি মধ্যে পঁহুছিল যাইয়া ॥ সেইক্ষণে শাহাজাদি খবর পাইয়া। আগে বাড়াইয়া নিল লোক জন দিয়া ॥ আইস আসই ভাই তুমি পেয়েছ মাসুক। আল্লা ভালা ঘুচাইল তোমার মনের দুঃখ ॥ ঘোড়া হৈতে উতরিয়া আসক জামাল। বহিনের পায় করে সালাম কামাল ॥ বহিন করিল দোয়া জামালের তরে। যার পরে আসক ছিল পাইলে তাহারে ॥ অধীন গরিব কহে ভাবিয়া খোদায়। মনের খুসিতে শাহা এক গীত গায় ॥

ধুয়া। মোরে মিলাইল এলাহি রব্বানা। আমার দূরে গেল দেলের ভাবানা ॥ যার জন্য পেরেসান, আছিল আমার জান, তারে পেয়ে ঘুচিল যন্ত্রণা ॥

বিবিকে লইয়া কোলে, বড় খোসালিত দেলে, মুখে ভেজে আল্লার সোকরানা ।। কানা পায় চক্ষু দান, মরা যেন পায় প্রাণ, যেমন কাঙ্গালে পায় গইবি খাজানা। বিবির সুরত আর, নয়নের চাহনি তার, বদন যার হৈল কাঁচা সোণা ।। দেল আরামের সুরত পরে, জামাল নজর করে, পলক না মারে গেল জানা। জামাল ইসারা করে, কহেন বিবির তরে, চল বাতচিত করি দুই জনা ।। কহেন বিবির তরে, তোমার এস্কির খাতিরে ঢুড়িলাম সহর চারি কোণা ।। নয়ন খুলিয়া চাও, হাসি মুখে কথা কও, তবে মিটে দেলের যন্ত্রণা পেরেসানি দুরে গিয়ে, সহজে আরাম পেয়ে, হয় মেরা জানের আসানা ।। বিবি বলে কহি আমি, খামিন্দ হইলে তুমি, আমি তোমার হুকুমের পরওানা। আল্লা তালা নেওাজিয়া, হাইয়াত মোরাদ দিয়া; রাখে তোমার চিরকাল সাহানা ।। কহা শুনা দুই জনে, হইল খোসাল মনে, যদি আল্লায় করেন বাসনা। এহি মতে মহলেতে, জামাল বিবির সাতে, মহলেতে করেন গুজরানা ।। কমলে ভ্রমর যেন, উড়ে বৈসে ঘন ঘন, মধু পিয়ে না মিটে আরমনা ।। রাত্র দিন থাকে ঘরে, খেলওত সহবত করে, দিনে দিনে বারে তার দুনা ।। অধীন গরিবে কয়, পীরিত এমন হয়, যে করেছ জানে সেই জনা ।।

পয়ার। জামাল চল্লিশ দিন রহিয়া খেলওতে। তার পরে এই বাত লাগিল কহিতে ॥ বহিন করিল নেকি উপরে আমার। কোন গুণ দিয়া আমি সুধি তার ধার ॥ দেশে দেশে ভ্রমিলাম করিয়া যতন ॥ কোথায় না পাইলাম মনের রতন ॥ অবশেষে এই দেশে করিয়া ভ্রমনা। পাইলাম আল্লার হুকুমে এই পানা ॥ আপন দৌলত দিয়া সাদি করাইল। তোমায় দেলাইয়া মোর প্রাণ বাঁচাইল ॥ বহিন মেহের যত করিল আমায়। কি দিয়া তাহার হক করিব আদায় ॥ দেল আরাম কহে বাত যে কিছু কহিলে। হক তার আদায়া না হবে কোন কালে ॥ বুঝিনু নসিবের গুণে তোমার আমার। এসা বহিন মিলাইল পরওার দেগার ॥ নহে পিতার সওালের কে দিত জওাব। দুই জন পুড়ে হইতাম এস্কির কওাব ॥ আমার কাছে বিবি ভেদ না পাইত যদি। কদাচিত তোমার কঙ্গে না হইত সাদি ॥ দেলেতে হাসরত ভরা রহিতাম আমি। আমার আসক হালে জান দিতে তুমি ॥ তাহার খাতির দারি করিতে উচিত। কথার খাতির দারি করহে সাবিত ॥ শুনিয়া ধরিল সাহা ভগিনীর পায়। কহিল তোমার হক না হবে আদায় ॥ নেকালিয়া খাল আমি আপনা অঙ্গের। বানাইয়া দিলে যুতা তোমার পায়ের ॥ আদায় না হবে তযু কহিনু তোমারে। এক মুখে তারিফ তোমার কব কি প্রকারে ॥ শুনে বিবি জামালের হাত পাকড়িয়া। বিছানাতে বসাইয়া কহে

বুঝাইয়া ।। আল্লা তালা মকসদ তোমার করিল হাসেল। খুসি হালে আবাদ করহ তুই দেল ।। জদি মন চাহে মোর সহরেতে রও। নতুবা বিবিকে নিয়া নিজ দেশে যাও ।। গরিব বলে খুসি হালে যাও সাহা ঘরে। সে খানেতে হাল-ওাই বুঝি মরে বেটীর তরে ।।

ত্রিপদী। শাহাজাদা জামাল আর, বিবি দেলারাম তার বাদশা জাদির আগে যায়। কহিতে লাগিল বাত, শুন বিবি নেকজাত, কান্দিয়া ধরিয়া দোন পায় ।। করিলা মেহ নত যত, তাহার তারিফ কত, এক মুখে করিব বাখান ।। দোয়া কর বাদশাজাদি, দেলে না রাখিও বাদি, যাইতে চাই আপনা মোকান ।। বিদায় করহ মোরে, যাইতে চাহ আপন ঘরে, মা বাপের দেখিতে দিদার। শাহাজাদি বলে ভাই কহি যে তোমার ঠাঞি, দেশে যাবে মানা কি তা-হার ।। যদি যাবে দেশ পরে, তোমার স্বশুরের তরে, খবর পাঠাও একবার। আসিয়া যে একবারে, বেটী দানাদের তরে, দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হউক তার ।। বিদেশেতে বেটী যাবে আর কি দেখিতে পাবে; একবার আসিয়া দেখুক। দেখিলে তাহার জান, কিছু হইবে আসান, যাত্রাকালে দেখে বেটির মুখ ।। এত কহি শাহাজাদি, খবর করিল যদি, কমজাত হালওাইর তরে। শুনিয়া সে হালওাইর, কলিজায় বিন্ধিল তীর, কান্দি কান্দি এই জিকির করে ।।

ধুয়া দোহারি রাগ মাতামি। আমি কি করি কি করি

এলাহি। তারে না দেখিলে ঝুরে দুই আঁখি ॥ বেটী যাবে বিদেশেতে, আপনা স্বামীর সাতে, আন্দার করে দোকান দারী। এই যে বেটীর দায়ে, তোতা পাখি মারা যায়ে, কারে দেখে বুঝাইমু জী। বিদেশ যাবে জানি যদি, তবে নাহি দিতাম সাদি, এখন আমি পরাণেতে মরি। কত সদাগর আর, কত বাদ্‌শা নামদার, না পাব এছা পুরীকাচরী। পিয়া তোমার জাম, দিত বহুত ইনাম, আন্দার তো হৈল সধার পুরী। এমন ছুরত যার, দোকান ছিল গোলজার, লজ্জা পাইয়া পলাই উপরি। দেলারাম জান আমার, আমি খালি দরতার, খালি ধরে নাহক জুরি ॥ এমত কহিয়া আর, জানি নেকলিল তার, পিঞ্জরে ছাড়ি উড়িল পাখি। অধীন গরিব কয়, মায়াজালে এমন হয়, যার যাও দরদ তারির ॥ যে জারে পেয়ার করে, এমত দরদে মরে, বেদরদে জানিবে ইহার কি। ছাড়িছি ত্রিপদী ভাই, পুনর্ব্বার লিখে যাই, মরণ বাদে কি হইল হালোয়াইর ॥

ত্রিপদী। হালোওাই মরিয়া গেল; পিঞ্জিরা পড়িয়া রইল, দুনিয়ার ছাড়িয়া মোসাফেরি। কুঙার যত মাল তার, যত ছিল জিনিশ আর, ছাড়িয়া গেল আখেরের বাড়ি ॥ দেখিয়া কাশেদ মর্দ্দ, দেলেতে পাইয়া দর্দ্দ, সেথা হৈতে হইল রওনা। আসিয়া বিবির তরে, খবর কহে হাত জুড়ে, মায়া গেল হালওয়াই দেওানা ॥ শুনে বিবি খুসি হৈল, লোক পাঠাইয়া দিল, আনিবারে মাল মাত্তা তার। যত

ছিল তার ঘরে, নিয়া আইল গাড়ি করে, কুঙার দৌলত বেশমার ।। সব মার্ত্তা আনাইয়া, জামলকে সুঁপিয়া দিয়া, সাত জাহাজ করি দিল আর। জামালকে কহিল ভাই, দেলারাম তোমার ঠাঞি, হামেহাল করিও পেয়ার ।। এ-তেক কহিয়া তারে, শাহাজাদী বিদায় করে; চড় গিয়া জাহাজ উপর। ছেলাম করিয়া শাহা, বাড়ি যাইতে লইল রাহা, জাহাদেতে হইয়া ছওার ।। বাদাম খেচিয়া দিল, নোঙ্গর তুলিয়া নিল, সেই ঘড়ি ছাড়িল জাহাজ। যাইতে সে সমুদ্রেতে, ঘর ছিল নিকটেতে, তুফান পাইল সমুদ্রের মাঝ ।। মেঘে হৈল অন্ধকার, হুহু আওয়াজ তার, দেখে সবে হৈল পেরেসান। মৌজা করিল জোর, সমুদ্রে উঠিল সোর; কেহ কার না পায় নিসান ।। জাহাদ পানিতে ভাসে, এছা ঢেউ লাগে এসে, সেই ঘড়ি হৈল খান খান। জাহাদ পড়িল মারা, লোক জন কোথায় তারা, কেহ কার না পায় ঠেকান ।। দেলারাম ও শাজামাল, কান্দি কহে এহি হাল, বিপদে পড়িয়া দুই জন ।।

ধুয়া। আল্লা গম্ভীর সাগরে পড়ে হইল মরণ। হায় রে আমার নসিবের লিখন ।। শুনে আল্লা পরওার, সবার পালন হার, এই বিপদেতে রক্ষা কর নিরঞ্জন ।। ছাড়িয়া যে বাপ মাকে, এই হাল হৈল মোকে, পীরিতি আনিল মোকে দেখায়ে সপন। আছিনু যাহার দায়, সেও তো ভাসিয়া যায়, আমার সাতেতে তার হইল মরণ ।। না দেখি

লাম বাপ মাকে, এই আরজু রহিল মোকে, পালিল আমাকে যারা পাইয়া জালাতন। শুনে যদি বাপ মায় জামাল ভাসিয়া যায়, আমার কারণ তারা ত্যজিবে জীবন॥ করিনু যতেক মজা, তার বুঝি এই সাজা, এ হাল হইল দেল আরামের কারণ॥ করে বাদশা হায় হায়, ভাবিয়া চলিয়া যায়, আল্লাকে সুঁপিয়া দিল আপনা রতন॥ শাহা কহে দেল আরাম, না ভুলিও খোদার নাম, নসিবের লিখন যাহা না যায় খণ্ডন। দেল আরাম কহে প্রিয়, তগদিরের লিখা ইহ, গুণা দেখে মনিবেতে করিল স্বপন॥ অধীন গরিব কয়, খোদার গজব এমন হয়, ভবনদী কি রূপেতে হইব তরণ। পড়িনু গোনার ধারে, শুন আল্লা পরওারে, কেনারায় লাগাও আমায় আপে নিরঞ্জন॥

পয়ার। এহি মতে শাহাজাদা কান্দে জারে জার। মুখেতে কহেন আল্লা করহে নিস্তার॥ দরিয়ার মওজায়ে তার খেইচে লিয়া যায়। বদনে না মিলে জোর করে হায় হায়॥ এছাই পানির তোড় ছেরের উপর। হেলিবার তাগদ নাহি হইল কাতর॥ আল্লাকে ইয়াদ দোন করিল দেলেতে। হেন কালে কিছু ষের্ন ঠেকিলেক হাতে॥ আঁখি খুলে চায়ে দেখে করিয়া নজর। দেখিল কুম্ভীর এক তক্তা বরাবর॥ দেখিয়া জামাল আর বিবি দেলারাম। বুঝিলেক তক্তা যুঝি পেরেক তামাম॥ এতেক ভাবিয়া মনে লাগাইল হাত। বিবি দেলারাম আর জামাল নেকজাত॥

ধরিল কুম্ভীরের গাও মজবুত করিয়া। তাহাদের লইয়া কুম্ভীর যায় সাতরিয়া।। তিন রাত্রি তিন দিন ভাসে দরিয়ায়। তার পর দুজনারে তোলে কিনারায়।। গরিব বলে আল্লা তালা যার মেহেরবান। দোসমনের হাতে তার করেন আছান।। সোকোর ভেজিল তার হইতে ফজর। চারি দিকে চায়ে দেখে করিয়া নজর।। খেয়াল করিয়া এক দেখিল সহর। যাইতে এরাদা করে গায়ে নাহি জোর।। দেল আরাম কহে শুন সোওামী আমার। খোরাক বেগর দোহে হইনু নাচার।। এক জেরা বস্ত্র নাহি ঢাকিবেক গায়ে। বাজারেতে গিয়া কাপড় আন হে ত্বরায়ে।। দেলারামের কানেতে আছিল একমতি। নিকালিয়া দিল যে বেচহ শীঘ্র গতি।। ইহাকে করিয়া বিক্রী আন সারম জাম। তানতো বাঁচিয়ে জাল সোন নেকনাম।। এ কথা শুনিয়া শাহা দেল আরামের তরে। বসাইয়া গেল তারে দরিয়ার কেনারে।। মতি নিয়া গেল শাহা বাজার ভিতর। যাইয়া পৌঁছিল এক জহরির ঘর।। যাইয়া কহিল শাহা জৌহরির তরে। মতি এক আছে আমি বেচিব তাহারে।। জওহরি কহে মুজে দেখাইবে ভাই। বুঝিয়া ইহার দাম দিব আমি তাই।। এ কথা শুনিয়া মতি দিলেক জামাল। দেখিয়া জহরি বড়া হইল খোসাল।। পুছিতে লাগিল শুন মোছাফের ভাই। এছা এক মতি ছিল দেলারামের ঠাঞি।। তুমি কোথা পাইলে মতি কহত আমায়। না কহিলে টাকা আমি না

দিব তোমায় ॥ এই কথা খামখা কহিয়া মেরা পাশ। তবে তো যাইতে পার পাইয়া খালাস ॥ শুনিয়া এ কথা তবে ভাবিল জামাল। যে রূপে পাইয়া ছিল কহিল তার হাল ॥ শুনিয়া জৌহরি খোস হইয়া আপনে। বরাত দেলাইতে গেল সোণারের দোকানে ॥ জৌহরি কহিল শুন সোণার মেরা ভাই। দেরি করে দিবে টাকা আমি ঘরে যাই ॥ এ কথা কহিয়া সে জৌহরি বাহানা করিয়া। দেলারামকে ফাকি দিতে পৌঁছিল যাইয়া ॥ মাহাপা বেছারা নিয়া যায়ে সাত করে। চালাকিতে চলে গেল দরিয়া কিনারে ॥ যেখানেতে বসিয়া আছিল দেলারাম। লেবাস পোসাক দিয়া করিল ছালাম ॥ জৌহরি কহিল ভাই মোকানেতে গিয়া। আমাকে পাঠাইয়া দিল তোমার লাগিয়া ॥ কহিল ভাবিকে তোমার আন ভাই জান। দরিয়া কেনার বৈসে আপে পেরেসান ॥ চলিতে না পারি আমি গায়েতে কম জোর। ভাওজকে আনহ তোমার মোহন বিতর ॥ এই কথা কহিয়ে ভাই পাঠাইল আমারে। চড়হে ভাওজাই তুমি ছোওারির পরে ॥ এ কথা শুনিয়া সেহি বিবি দেলারাম। না বুঝিয়া দাগাবাজী না পুছিল নাম ॥ মাহাপায়ে ছাওার হৈল কথার উপর। দেলেতে বুঝিল মুঝে লিয়া যায় দেওর ॥ আগে আগে জৌহরি দেলারাম মহাপায়। আপনা মোকানে তারে সাতে লিয়া যায় ॥ অধীন গরিবে কহে শুন মোছলমান। দুনিয়ার পীরিতি

কেবল টগআর বেইমান ॥ মক্কর চক্কর কড়ে মানুকেরে পায়। আখেরের পুজি দেখ দাগাতে হারায় ॥

রাগিণী ছটকি।

দেলারামের তরে, জহরি মক্কারে, নিয়া গেল আপনার ঘরে। থানা খেলাইয়া, দিলাশা করিয়া, কহে কিছু তার তরে ॥ মতলব মুজে দেও, খুসি হালে রও, আমার ছওবত পরে। শুইলে বিবি তারে, কহে গোস্বাভরে, লাহা নত তেরা উপরে ॥ দাগা দিয়া মোরে, আন আপন ঘরে, হুরমত মারিতে চাহ মেরা। সোনারে নাদান, এই তেরা ইমান, বুজিলাম মতলব তেরা ॥ যদি এই বাত, কহে মেরা সাত, তবে গলে দিব ছুড়ি। জামালের দায়, প্রাণ ফেটে যায়, জহর পাইলে খাইয়া মরি ॥ সোওামি আমাকে; ফেলিয়া বিপাকে, গেলেন বাজার করিতে। ঠকামি করিয়ে, মারে দম দিয়ে, আন আপন ঘরেতে ॥ মোনাজাত করে সোন পরওারে, হুরমত বাঁচাও মেরা। জালেমের হাতে, ঠেকেছি বিপতে, জামলিকে দেখাও মেরা ॥ এছা কহে আর, কান্দে জার২; লোটাইয়া জমী পরে। জহরি আসিয়া, হাত পাকরিয়া, উঠাইয়া বসায় তারে ॥ অধীন গরিবে; কহে দেলারামে, বুকেতে পাথর দেহ। না কান্দিহ আর, পাইবে দিদার, ছাবরি করিয়া রহ ॥

পয়ার। যখন জামাল গেল বাজার উপরে। দেলারাম কে বসাইয়া দরিয়ার কিনারে ॥ জামাল বেচিয়া মতি লিয়া

টাকা কড়ি। চালাকিতে চলি যায় যেথায় সুন্দরী ॥ আসিয়া দেখিল যে দেলারাম সেথা নাই। তার্য্যব হইল আর উঠিল তার বাই ॥ হায় হায় করে আর করে হায় হায়। দেওানার মত বাদশা চারিদিগে চায় ॥ দরিয়ার পারে পারে ঢুইরে চলি যায়। কোনখানে বিবির ঠিকানা নাহি পায় ॥ গল্লিং ঢোড়ে আর সহরে বাজারে। তাল্লাষ করিল তবু না পায় বিবিরে ॥ আপনার দেলে শাহা ভাবে এই বাত। দেখা যদি না হইল দেলজানের সাত ॥ এছা জান রাখি মোর নাহি কিছু লাভ। নাহাক ফিরিব কাহে হইয়া খারাব ॥ জঙ্গল ভিতর গিয়া দিব আমি জান। বিবির নামেতে যাব হইয়া কোড়বান ॥ এতেক কহিয়া শাহা জান দিতে যায়। দেখ এক তামাসা পয়দা করেন খোদায়। দেলারাম খেরকি দিয়া আছিল জাকিয়া। দেখিল জামাল যায় সেই রাস্তা দিয়া ॥ দাইকে কহিল বিবি সোন বহিন দাই। এই দেওানাকে জোবালাও মেরা ঠাই ॥

পয়ার। শুনিয়া বিবির কথা আনিল ডাকিয়া। দরওাজার নিকটে তারে খাড়া করে নিয়া ॥ বিবিকে দেখিয়া তার খুসী হইল জান। হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আসমান ॥ দেলারম কহে শুন্দ সোওামী আমার। জৌহরি ঘরে আমি আছি যে গ্রেপ্তার ॥ এক কাম কর যদি আমার খুবি চাও। জিনবন্দি তুই ঘোড়া সেতাবি মাঙ্গাও ॥ নিশি কালে সেই খানে রাখে খাড়া করে। দোজনে ভাগিয়া যাব

ছাওার হইয়া ॥ বিবির সে কথা শুনি সেতাবি জামাল।
আনিলেক দুই ঘোড়া হইয়া খোসাল ॥ মুখেতে লাগাম
দিয়া পিষ্ঠোপরে জিন। সাজিতেং গুজরিল সেহি দিন ॥
রাত্রকালে ঘোড়া নিয়া আপনি জামাল। বাহিরেতে রাখে
ঘোড়া হইয়া খোসাল ॥ ওখানেতে দেলারাম বিবি মর্দ্দানা
লেবাস। পিন্দিয়া বিবি দিলেন ছেরপরে তাজ ॥ যেখানে
জামাল মর্দ্দ রাইখে ছিল ঘোড়া। সেখানেতে বিবি
ফেলে দিল জামা জোড়া ॥ ঘোড়ার লাগাম ছিল
জামালের হাতে। শক্ত করি ধরি ছিল দেলারামের
বাতে ॥ থাকি মান্দা ছিল মর্দ্দ হাটিয়া জেরাহে। নিদ্রায়
বেহুষ হইয়া শুইয়া যে রহে ॥ হাতের লাগাম তার হাতেতে
আছিল। নিদ্রার ঘোরেতে মর্দ্দ শুইয়া রহিল ॥ চোরা
এক আইসে ছিল চুরি করিবারে। দেখিল জামা জোড়া
শিরাণের পরে ॥ বুজিল দেলের বিচে সেহি চোরা তাব।
হয় না হয় শুইয়াছে মাশুকের মতলব ॥ এতেক কহিয়া
সেই চোরের সরদার। সেহি জোড়া পিন্দিল অজুজে
আপনার ॥ বিবি দেলআরাম সেহি ঘোড়ায়ে চড়িয়া।
চোরের সাতেং যায় নিকলিয়া ॥ মঞ্জিলং রাহা নিকলিয়া
যায়। রাহাবিচে কথা বার্ত্তা কিছু নাহি কয় ॥ দেলারাম
বুজিল দেলেতে আপনার। কথা কৈত হৈলে পরে সো-
ওামী আমার ॥ যদি আমার এই মর্দ্দ সোওামী হইত।
অবস্থ আমার সাতে বাত চিত করিত ॥

পয়ার। এহিবার নাথে বিবি ভাবিয়ে পেরেসান। দেল বরি করিয়া তার সাতেং যায়েন ॥ থুড়া দূর গিয়া বিবি নিকলিল ফন্দ। চোরের তরেতে দেখ লাগাইল দ্বন্দ ॥ আপনার পায়ের জুতা রাহাতে ফেলিয়া। কত দূরে গিয়া বিবি কহে ফুকরিয়া ॥ হাজার টাকার আমার পাবে পাওপোষ। রাহাতে পড়িয়া গেল নাহি ছিল হোষ ॥ যদি তুমি দেল হৈতে পেওার কর মোরে। শীঘ্র গিয়া পাওপোষ আনিয়া দেহ মোরে ॥ চোট্টা সেই দেলারামের এ কথা শুনিয়া। চালাকিতে গেল সেই জুতার লাগিয়া ॥ পশ্চিম তরফ চলি গেল নিকলিয়া। যেখানে বিবির জুতা আছিল ঘিরিয়া ॥ বিবি দেলারাম এথা ফোড়ছোত পাইয়া। পুর্ব্ব তরফে যায় ঘোড়া দৌড়াইয়া ॥ এছাই দৌড়ায়ে ঘোড়া রাহের উপর। সহর ছাড়িয়া যায় জঙ্গল ভিতর ॥ ফাঁকি দিয়া বিবি তারে নিকলিয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া চোর করে হায় হায় ॥

তাল খেমটা।

দাগাদিয়া গেলি লো দেলারাম। আমারে দাগা দিলি লো দেলারাম ॥ তুইতো ভাগিয়া গেলি, খালি জুতি মোরে দিলি, খালি জুতি দিয়া কিবা কাম লো। না পারিমু লিয়া শুইতে, না পারিমু বোসালিতে, কাণে দিলে হইমু বদনাম লো ॥ হায় হায় মরি মরি, তোর দুই চরণে ধরি, দেখা দিয়া পেলাইবে জাম লো। হায় হায় করে আর,

কান্দে চোরা জার জার, সেহি জুতি মারিয়া মাথায় লো ।। যদি তোরে পাইতাম, এই কাম করিতাম, পায়ে ধরে করিতাম ছালাম লো। তুমি ঠকাইলে মোরে, আমিবি ঠকাইনু তোরে; তোর জুতি বেচে লিব আমি দাম লো ।। টাকা দিয়া এই কাম, করিব এক দোকান, বৈসে বৈসে লিব খোদার নাম লো। সাতে মেরা ছিলে জান, কিছু না করিলে দান, এই দুঃখে মরিব মোদাম লো ।। অধীন গরিবে কয়, এই কথা উচিত হয়, চোরা পাইলো খাইতে চুকাম লো ।।

পয়ার। সেখানে জামাল শাহা বিহান হইতে। নিদ্রা ছুটে গেল লাগাম দেখে হাতে ।। ঘোড়া জোড়া নাহি দেখে কান্দে জার জার। ফাকি দিয়া গেল বুঝি দেলারাম আমার ।। এতেক কহিয়া শাহা কান্দিয়া হায়রান। তালাশ করিয়া ফিরে জঙ্গল ময়দান ।। বিবি দেলারাম সেথা নেক লিয়া যায়। সামনে ময়দান এক দেখিবারে পায় ।। সে-খানে যাইয়া সেই বিবি দেলারাম। মরর্দ্দানা পোসাক যত করিল তামাম ।। শিরেতে পাগ বিবি বান্ধিতে আছিল। শিরের বাল শাহাজাদা দেখিতে পাইল ।। এস্ফেহান সহ-রের এক ছিল শাহাজাদা। সেকারে আসিরাদিছ হইয়া পেয়াদা ।। দেলেতে বুঝিল শাহা আওরত বলিয়া। আসক হইল তার সুরত দেখিয়া ।। যাইয়া ধরিল শাহা দেলারামের হাত। আসক হইনু তেরা চল মেরা সাত ।।

পয়ার। দেলারাম কহে আমার নছিবের লেখা। যেথা যাই সেথা দুসমনের সাতে দেখা॥ ছাড়ি দেহ হাত মেরা শুন শাহাজাদা। পরের আমানতে তুমি না কর এরাদা॥ মেসের সহরে বাদশা নামেতে জামাল। তাহার মাসুক আমি জানিবে হালাল॥ শুন শুন আলমপানা বাদশা নামদার। না করিও জুলুম আমি মজলুম লাচার॥ বহুত বিপদ আমি উঠাইয়া আইনু। জামালের তরে আমি রাহে হারাইনু॥ সেখানে চোরের হাতে পাকড়া গিয়া ছিনু। আল্লার রহমে আমি বাঁচিয়া আইনু॥ পুনরায় ঠেকিয়াছি তোমার হাত পর। জামালের খাতিরে আমায় ছাড় নামদার॥ এই রূপে বিবি তারে বুঝাইয়া কয়। না বুঝিয়া বাদশা তারে ঘরে নিয়া যায়॥ কেল্লার বাহিরে তাকে দিলেন মোকান। তাহার বাদে শাহাজাদা মায়ের আগে যায়েন॥ কান্দিয়া কান্দিয়া মায়কে কহিল তামাম। সুরত জামাল বিবি নাম দেলারাম॥ মেছেরের সহরে বাদশা নামেতে জামাল। তাহার আওরত এই জানিবে হালাল॥ হামেসা খবর গিরী করিবে ইহার। কোন মতে বিবি যেন না পায় আজার॥ যদি তার তালাসেতে আসেন জামাল। তবেত জানিব সেই তাহার হালাল॥ যদি বিবর তালাশেতে না আইসে কোন জন। নহেত খেদমতে আমি আনিব আপন॥ মায়ের খাতিরে এত কহিয়া খবর। তজবিজ করিতে গেল তক্তের উপর॥ আদল এনছাফ

বাদশা করে হামেহাল। দেল থাকিতে নাহি ছুটে বিবির খেয়াল ॥ হামেহাল চিঠি ভেজে মাতারির পাশ। হামেসা বিবির তরে লইবে তালাশ ॥ সেখানে জৌহরি মর্দ্দ কান্দে জার জার। ভাগিয়া কোথায় গেল দেলারাম আমার ॥ এতেক ভাবিয়া তারা তালাশেতে যায়। সাত জনা চোরের সাতে রাহে দেখা পায় ॥ পুছিল সবার তরে শুন সব ভাই। কোথায়ে যাইবে সবে কহিবে আমায় ॥ তারা সবে কহে শুন জৌহরি মেরা ভাই। দেলারামের তালাশেতে মোরা সবে যাই ॥ একথা শুনিয়া সেহ ভেজিল সোকরানা। এক সাত হইয়া চলিল অষ্টজনা ॥ সকলে ঢুড়িয়া ফেরে জঙ্গল ময়দান। খবর পাইল আছে সহর এসফেহান ॥ এসফেহান সহরে আছে দেলারাম বিবি। বাদশাজাদা লিয়া গেছে দেখে তার খুবি ॥ এতেক শুনিয়া সবে চলে এসাফেহান। সকলে যাইয়া সেথা করিল দোকান ॥ রাত্র দিন বিক্রী করে বৈসে আপন ঘর। শাহাজাদা তজবিজ করে তক্তের উপর ॥ হামেহাল চিঠি ভেজে দেলারামের দায়ে। কোন বাতে বিবি যেন তজ্‌দি নাহি পায়ে ॥ এই এবারত লিখে ভেজে এবারত। চিঠি পাঠায়ে চালাকিতে কাছেদের মারফৎ ॥ কাছেদ লইয়া রোকা নিকলিয়া যায়। পেয়াসে কলেজা ফাটে করে হায় হায় ॥ ছামনে দেখিল যে আছেন দোকানদার। পানি পিতে গেল মর্দ্দ নজদিগে তাহার ॥ যাইয়া কহিল শুন ও ভাই দোকানী। পেওাসা

হইয়াছি আমি পেলাও থোড়া পানি ।। যাইয়া মাঙ্গিল পানি হইয়া হুতাস। দোকানি বসায় তারে আপনার পাশ ।। পানির পেয়ালা লিয়া উঠে দোকানদার। সেথা হৈতে চলি গেল পানি আনিবার ।। যাইয়া আনিল পানি আপনার হাতে। বেহুসের দারু থোড়া মিলাইয়া তাতে ।। আনিয়া দিলেক পানি পিবার কারণ। পানি হাতে লৈতে তার তুষ্ট হইল মন ।। যখন পিলেন সেই বেহুসের দারু। হইল কাছেদ মর্দ্দ যেন মরা গরু ।। হাত হৈতে চিঠি তার লইল দোকানদার। খুলিয়া পড়িল মর্দ্দ এবারত তার ।। দেখিল লিখেছে বাদশা আপনার মায়ে। তালাশি করিবে মোর দেলারামের বায়ে ।। খবরদার বাড়ী হৈতে না যায় বাহার। ঘড়ি ঘড়ি খবরদারী লইবা তাহার ।। এই এবারত দেখে চিঠির ভিতর। পড়িয়া দোকানি বড় হইল কাতর ।। ফাড়িয়া ডালিল চিঠি আপনার হাতে। দোশরা এক পত্র ফের লাগিল লিখিতে ।। এই এবারত লিখে মাতারির ঠাঞি। দেলারাম বিবিকে তুমি ঘরে রেখ নাই ।। নিকালিয়া দিবে তাকে পাইলে মেরা খত। শুনিয়াছি দেলারাম বিবি বড়ই আফত ।। যদি মাতা এক ঘড়ি রাখ তাকে ঘরে। তবেত জানিবা তুমি পাবানা আমারে ।। এই মত লিখি দিল ঠগ দোকানদার। যেমন কাছেদের হাতে ছিল আগেকার ।। হুসদারু পেলাইয়া দিল তার তরে। সেথা হৈতে নিকলিয়া যায়ে রাহা পরে ।। যাইয়া পঁহুছিল মর্দ্দ

বাদশার মোকান। দাইয়ের মারফতে খত অন্দরে পাঠান॥ বেগম পড়িয়া খত দেখি এক বার। যদি আমি পুত্রের মুখ না দেখিব আর॥ এমত আওরত রেখে নাহি মোর কাম। ঘর হৈতে নিকলিয়া যাওরে দেলারাম॥ যদি আমার পুত্র বাঁচে বহুর নাহি দুঃখ। তুমি গেলে দেখিবেক বেটার চন্দ্র-মুখ॥ এমন বিবিকে মেরা রেখে নাহি কাম। যেথা ইচ্ছা তথা চলে যাও দেলারাম॥ একথা শুনিয়া কহে বিবি দেলারাম। বিদায় হইয়া যায় করিয়া ছালাম॥ আপনা ঘোড়ারপরে হইয়া ছাওার॥ মরদানা পোসাক পিন্দি হইল রাহাদার। আখেরে লইল পিছা ঠগ দোকনদার। দোকান ছাড়িয়া চলে পিছে পিছে তার॥ কত দূরে গিয়া সেই চোর দোকানদার। সবে বলে আমি লির বিবি দেলারাম তার॥ কেহ কহে তুমি একে না পাইবে ভাই। এই বিবি দেলারামকে আমি লিয়া যাই॥ কেহ কহে তুমি বুঝি হই য়াছ দেওয়ানা। এই বিবিকে আমি ছাড়িয়া দিব না॥ এহি মতে সাত জনের হইল সাত রায়। সকলে বিবির তার রাখিবারে চায়॥ দেখিয়া দেলারাম বিবি ভাবে মনে মনে। এমত আফতে আমি না পারি কখনে॥ এতেক ভাবিয়া এক নিকলে মক্কর। সকলেরে কহে বিবি করিয়া চক্কর॥ নাহক তোমরা সবে আপোসের বিচে। ফসাদ বাড়াও কাহে পড়ে মোর পিছে॥ এক কাম কর সবে কহি সবার আগে। এক তীর মারি আমি যে আনিবে আগে॥

তাহার হইব আমি যে আনিবে তীর। রাজি হৈল শুনে তারা যতেক আসির।। এতেক কহিয়া বিবি তীর মারে জোরে। আধা ক্রোশ গিয়া তীর পড়ে জমী পরে।। আনিতে চলিল তীর যত চোর তামাম। ফোরসোদ পাইয়া এথা ভাগে দেলারাম।। মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা নিকলিয়া যায়। জামালের সাতে দেখা রাহা বিচে পায়।। জামাল ঢুড়িয়া ফিরে দেলারামের তরে। ফিরিয়া যাইতে তারে পায় রাহা পরে।। দেখিয়া বিবির মুখ বাড়িলেক যোশ। হারা চিজ পাইয়া দেহ হয়ে গেল খোশ।। ভেজে দুইজনে তারা আল্লার সোকরানা। এক সাত হইয়া চলিল দুইজনা।। জামাল দেলারাম দোঁহে হইল রাহাদার। উজির লইয়া কিছু শুন সমাচার।।

পয়ার। এখানে জামাল মর্দ্দ হৈল রাহাদার। উজির লইয়া কিছু শুন সমাচার।। যখন জামালে বিদায় করিল উজিরে। যাইয়া পঁহুছিল শাহা আপন সহরে।। উজির যাইয়া যখন পঁহুছিল ডেরায়। দেখিয়া আমিন শাহা করে হায় হায়।। পটকান খাইয়া বাদশা গড়াগড়ি যায়। আসমান ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়।। কান্দিয়া কান্দিয়া শাহা কহে উজিরেরে। কোথায় ছাড়িয়া আইলে প্রাণের জামালেরে।। আঁখির পুত্তলী আমার ধড়ের পরাণ। তাহাকে ফেলিয়া তুমি আইলে কোন ময়দান।। উজির কহেন শুন বাদশা নামদার।। খোরাক বেগর হৈল লস্কর

লাচার ।। মাল মাত্তা যত গেল কুণ্ডার ভিতর। দেলারামের বাপের এক ছাওালের পর ।। নিকলিয়া গেল সব হাতের যত মাল। না ভরিল কুণ্ডা তখন হারিল জামাল ।। তখন কহিনু আমি জামাল বাদশারে। না পুরিল মন বাঞ্ছা ফিরে চল ঘরে ।। একথা শুনিয়া জামাল কহিলেক মারে। সবে যাও ফিরে আমি না যাইব ঘরে ।। যত দিন দেলা-রামকে সাদি নাহি করি। দেশে দেশে ফিরিব আমি লইয়া ফকিরি ।। কাঁহাতক সব আমি দারুণ পেটের জ্বালা। না পারিয়া ফিরে আইনু পাইয়া কসালা ।। আউয়াল থাকিয়া সব কহিনু আখের। এখন শাহা হুকুম কর রাজি আছি ফের ।। একথা শুনিয়া শাহা কহে উজিরেরে। পুনর্ব্বার যাও তুমি আনিতে শাহারে ।। মাল মাত্তা হাতী ঘোড়া লইয়া লস্কর। সাতেতে লইয়া যাও আনিতে খবর ।। কি হালেতে আছে আমার পেয়ারা জামাল। আনহ সঙ্গেতে করে খরচ করে মাল ।। শুনিয়া উজির তবে আল্লাকে ভাবিয়া। লস্কর সহিত যায় বিদায় হইয়া ।। মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা নিকলিয়া যায়। জামালের সঙ্গে দেখা পথ মধ্যে হয় ।। দেখিয়া উজির সেই জামালের তরে। হাজার সোক রানা ভেজে আল্লার দরবারে ।। এছাই সবার দেলে হই-লেক খোস। খুসির দরিয়াতে যেন উঠিলেক যোশ ।। আগু পিছে লস্কর জামাল বিছে তার। মিছিল বান্ধিয়া চলে কাতা রেকতার ।। বাজা বাজে ধুমধাম নিকলিয়া যায়।

আপনা সহরে সবে পঁহুছিল ত্বরায়।। দেখিয়া সহেরের লোক জামাল বাদসারে। খবর কহিল গিয়া বাদসার দরবারে।। শুনিয়া আমিন বাশার খুসি হইল মন। মরা যেন পুনর্ব্বার পাইল জীবন।। হুকুম করিল বাদশা আপন লস্করে। আগু বাড়াইয়া আন জামাল আর বহুরে।। ঘোড়া হৈতে নামিয়া জামাল নেকনাম। বাবাজীর পাও চুমি করেন ছেলাম।।

রাগিণী বসন্ত।

ধুয়া। বাদশা খুসি হৈল বেটা বহু দেখে আপনার। মনবাঞ্ছা পুরাইল পরওার দেগার।। বেটাকে লইয়া কোলে, বড় খোসালিত দেলে, মুখেতে চুম্বনদিল হাজারে হাজার।। সহরে খুসির গোল, বাজিতে লাগিল ঢোল, খয়রাতে করিল বাদশা টাকা বেসুমার।। মনের ঘুচিল জ্বালা, কহে সুকুর আল্লাতালা, দুঃখের উপরে সুখ পুর্ণ দিল করতার।। বাদশা কহে সবাকারে, সব দল একেবারে, জমিত পরিসে জাদা কর সঙ্গেতে আমার। ঘুচিল সব জঞ্জাল, সুখা গাছে হৈল ফল, অমাবশ্যার রাত্রে উদয় চন্দ্র পুর্ণিমার।। বেগম বহুকে দেখে, বোছা দিল ছের মুখে, ছালামি দিলেক কত মোহর সোণার। দোওার খুবির তরে, বহুত খয়রাত করে; ফকির দরবেষ ভুকা ফাকা সবাকার।। পঞ্চম বৎসর পরে, বেটা বহু আইল ঘরে, অন্ধকার ঘরে যেন হইল গুলজ্জার। জামাল অন্দরে যায়ে, ছালাম করে মায়ের পায়ে, দোওা

লিয়া গেল ফের হুজুরে বাদশার ॥ অধীন গরিবে কয়, পুঁথি লেখতে ছিল ভয়, দিলের উসাশ আল্লা করিল নিস্তার ॥ দোষ ক্ষমা কর মোরে, আপে পাক পরওারে, দুনিয়াতে খুসি রাখ আকবতের পার ॥

পয়ার। বেগম আরসেহিলি সবে দেলাবামকে লিয়া। রাহের যতেক দুঃখ পুছে বিবরিয়া ॥ শুনিয়া দেলারাম কহে শাশোরির পাশ। রাহাতে বাঁচিতে কিছু নাহি ছিলো আশ ॥ আল্লাতালা বাঁচাইল আমাদের খাতির। এখন সেই সব কথা করি সে জাহির ॥

রাগিণী জয়জন্তি।

শুন২ আম্মাজি গো বলি তোমার পায়। রাহাতে যতেক দুঃখ ঘটিল আমায় ॥ আসিতে আসিনু ঘোরে। জাহাজ ডুবে সমুদ্দুরে ॥ তিনদিন বাদে আল্লায় লাগায় কেনারায়। কেনারায় উঠিয়া স্বামী বাজারেতে যায় ॥ মোতি এক হিল মোর বেচিতে তাহায়। জহরি দেখিয়া মতি বসাবসাইয়া সায় ॥ ফাকি দিয়া চলি আইল নদীর কেনারায়। ঠগামি করিয়া মোরে, কহে চর ডুলিপরে, ভাই মুঝে ভেজে দিলো লিযাইতে তোমায়। এহি দম দিয়া মোরে, লিয়া গেল আপন ঘরে, সেথা গিয়া নাহি দেখি জামাল বাদশায় ॥ না দেখিয়া কান্দি আমি, কোথায় রহিল স্বামী এহি মোনাজাত মাঙ্গি আমি খোদার দরগায়। খোদাতালা মেহের হৈল, সেথা হৈতে নেকালিল, ফের মেরা পিছে এক

লিলেক চোরায়।। সেথা হৈতে বাইরে আইনু, এস্ফাহাল সহরে গেনু, সেথাকার বাদশা পায় সেকারে আমায়। সে বাদশা পাইয়া মোরে; লিয়া গেল আপন ঘরে, বাশা দিল লিয়া মুঝে কেল্লার কেনারায়।। রাখিয়া আমার তরে, গেল শাহা তক্তপরে, তজ্‌বিজ করেন সেহি বসিয়া সেথায়। আর যত চোর ছিল, তারা এহি কাম কৈল, বাজারের বিচে দোকান করে তা সবায়।। শাহাজাদার চিঠি আইসে, আপনা মায়ের কাছে, দেলারাম বিবি যেন তজ্‌দি নাহি পায়। যদি তার স্বামী আসে, লিয়া যায় আপন দেশে, নাহি তো খেদমতে আমি আনিমু তাহায়।। এসা পত্র আসে যায়, চোরা সবে ভেদ পায়, বদল করি বদ্‌নাম লিখে ভিজিল তাহায়। সেহি চিঠি বেগম পড়ে, নেকলিয়া দিল মোরে, সেথা হৈতে খালাস মুজে করিল খোদায়।। আসি যবে রাহাবিচে, চোরা সব লইল পিছে, মোক্কর করি সেথা হৈতে বাঁচি আমি তায়। তবেতো স্বামীর তরে, দেখা পাই রাহাপরে, দুইজন তোমার আগে পৌছাইলো খোদায়।। গরিব কহে সবার তরে, সয়তান যার ঘাড়ে চরে, নেকি কামে দাগা দিয়া বদ্‌নামি করায়।। কত কত দোর বেসেরে, খারাব করিয়া ফিরে, বে আক্কেল লোকে ইহা না বুঝে সবায়। আল্লা যাকে মেহেরবান, তাহাকে করে আসান, সয়তানের ফেরব হতে বাঁচায় তাহায়।। একথা দেলারাম কয়, শাশুরীকে সব শুনায়, রাহের যতেক দুঃখ কহিল

সবায়। শুনিয়া বেগম তায়, বাদশাকে সব জানায়, শুনে বাদশা হুকুম করে লোস্করে সবায়।। কহে বাদশা লস্করেরে, বান্ধি আন জওহরিরে, তার সাথে বান্ধি আন চোরা সে সবায়। হুকুম পাইয়া যায়, বান্ধিয়া আনিল সবায়, বান্ধিয়া লট্‌কাইয়া মারি ছারিল সবায়।। কহে হিন্ন গরিব উল্লা, বাপ মেরা রোফিক মোল্লা, আকবতে ভালা তার করিও খোদায়। আর এক ভাই মোর; নামে জঙ্গুখান্তিগর, লালবাগে তার ঘর বাদশার কেল্লায়।। আমিরলাল জান তারা, বালু আলু সাগরেদ মেরা, খোদাতালা রাজি যেন থাকে তা সবায়। তাহাদের কথা পরে, লিখি দেলারামের তরে, ওস্তাদের হুকুম লিয়া করিনু আদয়। যার যে মকসেদ ছিল, তামাম আদায় হৈল, আশা মেরা পুরা আপে করিল খোদায়।।

পয়ার। এই তক হৈল ভাই কেচ্ছা দেলারাম। মুখ মিঠা কর সবে লিয়া আল্লার নাম।। শুনহ মমিন সবে আরোজ আমার। কেতাব তৈয়ার করি যেমত প্রকার।। তালশ করেন যত ছিল রসিকগণ। দেলারামের কেচ্ছা মোরা না পড়ি কখন।। যদি কোন রসিক জনে করেন সায়েরি। তবেত পড়িয়া সক মিটাইতে পারি। এহি বাত হামেহাল কহাশুনা করে। আসিয়া রসিক জন ধরিল আমারে।। শুনিয়া তাহাদের কথা ফেকেরেতে মরি। ফারেছি কেতাব কথা পাব করিব তৈয়ারি।। সমসাবাদ বলিয়া বস্তী ঢাকা

সহরে। কারছি এক কেতাব ছিল দুলামুন্সির ঘরে ॥ বড় নেকবক্ত তিনি নেক মোছলমান। বাবুর বাজারে তাঁর গোস্তের দোকান ॥ আল্লাতালা ভাল করুন দোজাহানের পরে। মাঙ্গিতে কেনাব তিনি দিলেন আমারে ॥ সেই কেতাব লইয়া আসি ঘরে আপনার। কারছি হইতে করি বাঙ্গালা তৈয়ার ॥ পয়ার ত্রিপদী আর নানা বিধ ছন্দ। তাল যত ধুয়া রাহা করিলাম বন্দ ॥ লিখিয়া কেতাব যখন করিনু তৈয়ার। শুনিয়া রসিকগণ খোসাল হাজার ॥ শুনিয়া রসিক জনে কহে ছাপিবার। আল্লা চাহে বিক্রী হবে হাজার হাজার ॥ শুনিয়া তাহার কথা ফিকিরেতে মারি। গরিব করিল আল্লা ছাপাইতে নারি ॥ সেওক্তে নিদান বড় আছিলেক ভাই। কেতাব লইয়া গেনু ওস্তাদের ঠাঞি ॥ ওস্তাদ আছিল মেরা কলিকাতা সহরে। রমজান বেপারির ঘরে গোমস্তাগিরি করে ॥ ওস্তাদের কাছে আসি কহিনু তামাম। তৈয়ার করিনু আমি কেচ্ছা দেলারাম ॥ শুনিয়া ওস্তাদ মেরা খোসাল হইয়া। ন্যামতুল্লা ভাতিজাকে আন বোলাইয়া ॥ আবদুল এক ছোকরা ছিল হুজুরে হাজির। বোলাইয়া আন মেরা ভাতিজার খাতির ॥ হুকুম পাইয়া ছোকরা সেহি ঘড়ি যায়। আহিরি টোলা হলধর কোম্পানীর আড়তে গিয়া পায় ॥ সে আড়তে তিনিবি আছিল সরিকদার। শুনিয়া ছোকরার বাতে হইল তৈয়ার ॥ আসিয়া পুছিল আপন চাচাজীর তরে।

কি খাতিরে চাচা-সাহেব বোলাও আমারে ॥ তিনি বলে সাগরেদ মেরা গরিব উল্লা নাম। তৈয়ার করে আনিয়াছে কেচ্ছা দেলারাম ॥ শুনি কেচ্ছা দেলারাম পড় ভাইজান। পড়িয়া শুনায় তখন তামাম বয়ান ॥ শুনিয়া কেচ্ছার কথা দেল হৈল খোস। চল চাচা ছাপা করাই নাহি কোন দোষ ॥ ওস্তাদ মুন্সি কুদরতুল্লা বড় গুণধাম। তাহার ভাতিজা মুন্সি ন্যামতুল্লা নাম ॥ দুইজনে মিলে বড় মেহের করিয়া। দেলারামের কেচ্ছা মেরা দিল ছাপাইয়া ॥ ঠিকানা মোকান তাগ ঢাকার সহর। মিরপুর গ্রাম বিচে সদুর বাড়ি ঘর ॥ বাপ দাদা খান্দান তাহা সবাকারে। ইমান আমান ছিল দুনিয়ার পরে ॥ এই দোওা মাঙ্গি আমি আল্লার দরগায়। দোজাহানের খয়ের তাগ করুন খোদায় ॥ আমার কেতাব যে জন পড়িবে শুনিবে। আল্লা তালা তার ভালা হামেসা করিবে ॥ আর আমার সহরের যত হিন্দু মোছলমান। গ্রাম সামেত সবারে করিব আসান ॥ আর আমার ভাই এক রমজান বেপারি। ইমান আমান আল্লা রাখ তার জারি ॥ পানাউল্লা ছোটা ভাই জানের সমান। তাহারবি ভালা কর ওহে কৃপাবান ॥ আর এক দোস্ত মেরা কানুমিয়া নাম। নারাণ গঞ্জ বন্দরেতে তাহার মোকান ॥ নারাণগঞ্জ মদনগঞ্জ আর মিরকাদিম। অধীন গরিব জান সবার খাদিম ॥ তাহা সবার ভালা কর মালেক সবান। মুসকিলে পড়িলে তুমি করিও আসান ॥

বড় দুই ভাই ছিল দুনিয়ার পরে। আমাকে একেলা ফেলে গেল নিজ ঘরে॥ দোওা কর ভাইলোক যতেক মমিন। মুসকিলে আসান পায় হাসরের দিন॥ আমার কেতাব লিখিল যে জনা। লক্ষ্মীনারায়ণ নাম বাবু ভোবনেরনন্দনা॥ আল্লাতালা ভালা করে ঘর তার ঢাকায়। দেবীদাসের ঘাটে ঘর ছোট কাটরায়॥ আর এক কথা মেরা শুন দিনদার। হাজার কেতাব এই করিনু তৈয়ার॥ বেহুকুমে এই কেতাব যে ছাপাবে ভাই। তাহার তরে খোদা রছুলের দোহাই॥ আখেরে কেতাবে মেরা ওস্তাদের মোহর। রহিল জানিবা সবে খরিদা সদর॥ না রহিলে জানিবা তবে কেতাব চুরির। যে নিবে সে চোর হবে তাহার খাতির॥ দ্বিতিয়া ছাপিলে মেরা হইবে লোকসান। একারণে কৈনু আমি জানিতে বয়ান॥ কহে ভিন্ন গরিবউল্লা ভাবিয়া খোদার। রহমদ্দাঞ্জে ঘর সহর ঢাকায়॥ ইতি তামাম হৈল শুনহে মমিন। মাঘমাসের ২৫ তারিখ শুক্রবার দিন। ১২৬৩ সাল আরস নমাজের কালে। মকসদ মেরা পুরা হৈল আল্লার ফজলে॥

দেলারামের পুঁথি সমাপ্তঃ।

Purchased of the Raja Ko
31st January 1859.

Dalaramaro Poonthee

correct by Dilārām

فصح جلارم

29 b 27

~~B. N.~~

~~34~~

43. A. 27.